

নসিরুদ্দিন

(পঞ্চাঙ্ক নাটক)

—•••••—

সরস্বতী ইন্সটিটিউসনের প্রতিষ্ঠাতা

—ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক—

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী এম্, এ,

প্রণীত ।

কলিকাতা ।

—

‘প্যারী প্রেস’ . ৩২৭, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার বি, এন্স সি, দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

B1132



প্রথম সংস্করণ ১৩২৮ সাল।

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪২ সাল।

উৎসর্গ

মুসলমান ভ্রাতৃগণের করকমলে

ঐতিহাসিকরূপ

এই ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক নাটকখানি

সাদরে প্রদত্ত হইল

ভূমিকা

সুলতান নাসরুদ্দিন ভারতেতিহাসের একটি উজ্জ্বলতম রত্ন—এরূপ ঐতিহাসিক নৃপতি শুধু ভারতের ইতিহাসে নহে, জগতের ইতিহাসে বিরল। তাই তাঁর পবিত্র জীবনের ছই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই নাটকধারি লিখিত হইল—অর্গল রাজের বিদ্রোহ, অর্গলের রাণীব বীরত্ব, সুলতান কর্তৃক সেনাপতির পদচ্যুতি, রুটি প্রস্তুত করিতে করিতে বেগমের হাত পুড়িয়া যাওয়া, সুলতান কর্তৃক কোরাণের উক্তি লিখিয়া বিক্রয়—মাত্র এই গুলি ঐতিহাসিক সত্য। অবশ্য সুলতানের আদর্শ চরিত্রে পরিষ্কৃত করিবাব জগ্ন কল্পনার সাহায্যে কয়েকটি নূতন ঘটনা ও চরিত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মাধব মিশ্র ও মুন্নাবাজী সম্পূর্ণ কল্পনা প্রস্তুত—নায়কের চরিত্রে চিত্রণে এরূপ কল্পনার সাহায্য একান্ত আবশ্যিক, নতুবা নাটক বা উপন্যাস হয় না। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি তাহা সহদয় পাঠক বিচার করিবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ সরকার ।



নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

নসিরুদ্দিন	দিল্লীর বাদশা ।
গৌতম সিং	অর্গলের রাজা ।
জাফর খাঁ	...		অযোধ্যার শাসনকর্তা ও বাদশার সেনাপতি ।
অভয় সিং	}	...	রাজপুত ভ্রাতৃদ্বয় ।
নির্ভয় সিং		...	
মাধব মিশ্র	জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ।
মহেন্দ্র	...		মাধব মিশ্রের ছাত্র ।
আমির খাঁ	}	...	বাদশার ওমবাহগণ ।
ওসমান খাঁ		...	
মহম্মদ খাঁ		...	
হীবা সিং	অর্গলরাজের আশ্রয়ী ।
কুমার সিং	...		ঐ পুত্র ।
শাল সিং	কুমার সিংহের জনৈক বন্ধু

নাগবিকগণ প্রভৃতি ।

স্ত্রীগণ ।

চন্দ্রাবতী	অর্গলের রাণী ।
সেলিমা	দিল্লির বেগম ।
সুভদ্রা	মাধব মিশ্রের কন্যা ।
তারা	অর্গল রাজকন্যা ।
মুরাবাদি	জনৈক বাইজী ।
আমিনা	...		সেলিমা বেগমের দূর-সম্পর্কীয়া ভগ্নী ।
সাকিনা	জাফরখাঁর কন্যা ।

নাগরিকগণ প্রভৃতি ।

নসিৰ্গদ্দিন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুটার—সম্মুখে রাজপথ

মাধব ও সুভদ্রা

মাধব। মা, আমার বয়স হয়েছে, কোন দিন কি হয়, বলা যায় না তোমাকে একজন সৎপাত্রের হাতে সঁপে' দিয়ে যেতে পারলে তবে মনটা স্থস্থির হয়। আমার শিষ্য মহেন্দ্রটি অতি সৎপাত্র—ভার্বাছ তারই সঙ্গে শুভদিনে তোমার বিবাহ দিব। সে যেমন ধীর, শাস্ত, তেমনি তার বুদ্ধি ও মেধা—উপনিষৎ প্রায় শেষ করেছে। মহেন্দ্র আজ এখনও পড়তে এল না কেন ?

সুভদ্রা। বাবা, আমার জন্য কিসের ভাবনা ? আশীর্বাদ কর আমি বরাবর যেন তোমার সেবা করতে পারি। তুমিইত শিখিয়েছ যে যিনি প্রাণ দিয়াছেন সেই ভগবান শ্রীহরিই আমাদের ভাবনা ভাবেন, মানুষ ভেবে কিছুই করতে পারে না। তুমিইত শিখিয়েছ, তিনি মঙ্গলময়, মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কিছুই নাই।

মাধব । হ্যাঁ মা ঠিক বলেছ— সত্যই তিনি মঙ্গলময়, আমবা অল্পবুদ্ধি,
তাই বুঝতে না পেবে সময়ে সময়ে হুঃখ ও শোকে কাতব হই। মা
সন্ধ্যাব সময় একটু হবিনাম কর, শুনে ধন্য হই।

সুভদ্রাব গীত

এসতে হৃদয়ে হৃদয়নাথ প্রকাশি' পুণ্য জ্যোতি,
যুচায়ে নিবিড় আঁধাব কালিমা, কিবায়ে চুর্কল মাত ।
শিখাও আমাবে শিবে তুলে নিতে, হাসি মুখে তব দান,
ভাল কি মন্দ বিচাব না কবি' তোমাতে সঁপিয়ে প্রাণ,
তুঁম বে সকল মঙ্গল আলয় নিখিল বিধেব গতি ।
এ মব জগতে হৃদিনেব তবে, হুঃখ শোক যদি আসে
মায়ী মোহ বশে ছনয়ন মোব যদি বা কখন ভাসে,
মুছায়ো নয়ন অনন্ত স্রবা'য়ে দয়া কবে বিশ্বপতি ।

কোতোয়ালের প্রবেশ

কো । বাঃ কি স্মিষ্টি গলা ! সেলায় মিশ্রি জি ।

মা । বাপু, সন্ধ্যাব সময় একটু ভগবানের নাম শুনিছ তাতেও কেন
বাধা লাগে । এখানে তোমাব আসবার কোনও দরকার নাই ।
অনেককাল বলেছি, আসবার বলছি ।

কো । দরকার না থাকলেই কি এসেছি । আচ্ছা, আমিও আর বধরবাব
অর্জবো না । একটা স্নাক্ জবাব লাগে, ছোলায় মেয়েকে আবার
মেবে কি না ? আমি তাকে নিরক করবো, খুব মেয়ে রাখবো,
কোনও কষ্ট হবে না ।

মা । কি অল্পদ ! কেন একশবাব বিরক্ত কর, মুখি আক্কাব বণ্ডি থেকে
চলে বাও

কো। দেখ ব্রাহ্মণ! তুমি গরীব, না হয় হু দশ টাকা নাও, নিয়ে
মেয়েটিকে দাও। আরও কিছু বেশী চাও, তাও দিতে রাজি আছি।

মা। কোতোয়াল সাহেব, আমি গরীব বলে কি আমাব ধর্ম নাই, মান
নাই, মনুষ্যত্ব নাই? গরীবরা কি এতই অপদার্থ? নিশ্চয় জেনো
প্রাণ থাকতে তোমার পাপ প্রস্তাবে রাজি হ'ব না।

কো। ভাল কথায় রাজি না হও, জবরদস্তি করতে হ'বে।

মা। বাদশা নসিক্রাঙ্কিনেব আমলে জবরদস্তি নাই, প্রজাদের উপর
অত্যাচার নাই। জবরদস্তি করতে কা'রো সাহস হ'বে?

কো। বাদশা কি আর, কোথায় কি হচ্ছে সব দেখতে পান না
শুনতে পান?

মা। শুনেছি যেখানে বা হয় বাদশা সব খবর রাখেন। আচ্ছা, ছুনিয়ার,
মালিক ভগবান ত সব দেখছেন, তাঁকেও কি তোমার ভয় হয় না?

কো। মিস্ত্রি জি, আমি তোমার কাছে ধর্মকথা শুনতে আসিনি,
সুভদ্রাকে দেবে কি না বল?

মা। প্রাণ থাকতে নয়।

কো। ভাল, তবে আমার দোষ নাই। (সঙ্কেতনুচক শব্দ করণ ও
ডুলি লইয়া ৪৫ জন ব্যক্তির প্রবেশ) ঠাখ, তোমরা এই বুড়োর হাত
পা মুখ বেঁধে ফেল। সুভদ্রা, তোমার নরম হাত মুখ বেঁধে তোমার
কষ্ট দিতে চাইনি, তাতে আমারও কষ্ট হ'বে। তাই বলছি, আন্তে
আন্তে এই ডুলিতে ওঠ।

সু। পাগিষ্ঠ, দাঁড়া বঁটি এনে এখনি তোর মুণ্ডপাত করছি (গমনোত্ততা)।

কো। (বাধা দিয়া) তোমার রূপেতেই ত আমার মুণ্ড ঘুরিয়ে দিবেছ
আর বঁটি আনতে হবে না। একান্তই যখন শুনবে না, তখন হাত
মুখ বেঁধে কষ্ট দিতে হ'ল।

(তথাকরণ ও বুদ্ধকে বন্ধনাবস্থায় রাখিয়া সুভদ্রাকে লইয়া প্রস্থান)

জৈনিক ফকিরের প্রবেশ

ফ। আল্লা ধন্য তোমার শক্তি, ধন্য তোমার মহিমা! হীরকের ন্যায় ঐ যে অসংখ্য তারকা আকাশে দেখা যাচ্ছে, কি আশ্চর্য্য! তাহাব প্রত্যেকেই এক একটা সূর্য্য! উঃ কত কোটী কোটী সূর্য্য! কত কোটী কোটী গ্রহ। আবার লাল, নীল, হলুদ, কত রং বেরঙের সূর্য্য রয়েছে! কি অদ্ভুত ব্যাপার, কি অনন্ত বিধ! (চমকিত হইয়া) ও কি, মন্থাস্তিক কাতব শব্দ কোথা থেকে আসছে? বোধ হচ্ছে যেন এই কুটীব থেকে। যাই দেখিগে ব্যাপারটা কি। (কুটীতে প্রবেশ করিয়া) একি! এ বুদ্ধের মুখ, হাত, পা বেঁধে এ অবস্থা কে করলে! (বন্ধন মোচন)।

মা। ফকির সাহেব, তুমি আমার বন্ধন মোচন করে প্রাণ দান না দিয়ে যদি আমার প্রাণ নাশ করতে তবে ভাল হ'ত। তুমি সাধু পুরুষ তাই আমার এ দুর্দশা দেখে দয়া হ'য়েছে। কিন্তু আমার আর বাঁচতে সাধ নাই। ভগবান, শেষে এই হ'ল!

ফ। কেন তোমার কি হয়েছে বল, যদি আমার সাধ্য থাকে তোমার উপকার করতে চেষ্টা করবো।

মা। ফকির সাহেব, আমার উপকার করা তোমার সাধ্যাতীত।

ফ। যদি সাধ্যাতীত হয় তা হ'লে নাচার। তবু শুনতে দোষ আছে কি?

মা। না, শুনতে দোষ নাই, তবে শুনে তোমার মনে কষ্ট হ'বে মাত্র। বলছি শোন। আমার অঙ্কেব যষ্টী স্বরূপ সুভদ্রা নামে এক অধিবাহিতা কন্যা ছিল। এই পল্লির কোতোয়াল তাকে হস্তগত করবার জন্য আমায় অনেক লোভ দেখায়, আমি তার পাপ প্রস্তাবে সন্মত না হওয়ায় সে এই কতকক্ষণ হ'ল আমায় বেঁধে রেখে সুভদ্রাকে

ডুলি করে নিয়ে গেছে। আমাদের 'নাম্বল কুলে কলঙ্ক হ'ল' হায়!
আমাব মৃত্যু হ'ল না কেন?

ফ। বুথা হুঃখ করে কোনও ফল নাই। আমাব সঙ্গে এস, তোমাব
কন্যাব সন্ধান কবে যদি উদ্ধার কবতে পারি।

মা। সন্ধান কবা কঠিন নয়, কিন্তু উদ্ধার কবা তোমাব অসাধ্য।

ফ। আল্লার মেহেবখানি থাকলে সামান্য মানুষ্যেব দ্বারাও অনেক অসাধ্য
সাধন হয়। আব বুথা সময় নষ্ট করে কাজ নাই। আমাব সঙ্গে এস।

(প্রস্থান)

মহেন্দ্রের প্রবেশ

ম। আজ একটু আস্তে বিলম্ব হ'য়েছে, কিন্তু একজন বোগীব সেবা
কবতে গিয়ে যে বিলম্ব হ'য়েছে, এ কথা শুনে গুরুদেব অসন্তুষ্ট না হ'য়ে
বরং সন্তুষ্টই হবেন। (কুটিবে প্রবেশ করিয়া) একি! কেউ নাই!
কোথাও ত যাাব কথা ছিল না। তবে কি কোনও অমঙ্গল ঘটেছে
নাকি? নিশ্চয় এ পার্শ্ব কোতোয়ালের চক্রান্ত! হায় গুরুদেব
শেষে এই হ'ল! সুভদ্রা, সুভদ্রা, তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল!
এখন কি করি, আমি অসহায় ব্রাহ্মণ, ভগবান তুমি ত অসহায়েব
সহায়। তবে আমাব হতাশ হবাব কাবণ নাই। যাট গুরুদেবেব
সন্ধানে যাই।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মুন্নাবাটের গৃহ

মুন্নাবাট, আমির খাঁ, ওসমান খাঁ ও অন্ধ্যাণ্ড ওমরাহগণ

আ। বাইজি, তোমাব গান শোনবার জন্য আমরা এখানে এসেছি.

বাৎশাব কাছে থেকে থেকে আমাদেরও প্রাণটা একেবারে তাঁর মত

নীরস হ'য়ে আসছে। নাচ, গান, স্তুতি, টুতি বাদশার আমলে দরবার থেকে একেবারে উঠে গেছে। কাজেই আমাদের তোমার আশ্রয় নিতে হয়।

মু। সে ত আমার সৌভাগ্য। আচ্ছা, বাদশা কি নাচ গান ভাল বাসেন না?

ওস। বাসেন কি না তিনিই জানেন, আমরা ত তার কোনও পরিচয় পাই না। সন্ধ্যার পর নাচ গান দু'বে থাকে, বাদশা জন কতক মৌলবী, কখন বা উজিরদের নিয়ে ধর্মচর্চা, নয়ত সবকারী কাজকর্মেব চর্চা করেন। আমোদ প্রমোদ দিল্লী থেকে এক রকম উঠে গেছে, বিশেষতঃ বাদশাব সভা থেকে।

৩য়। যা বলেছ, বিনা ফুক্তিতে প্রাণটা যেন শুকো পুকুরের মত হ'য়ে গেছে। মুন্সাবাই তোমার এক আধটা গান শুনিয়ে সুধাবৃষ্টি কর।

মু। যো হুকুম।

গীত

দারা নিশি জাগি', বঁধু তোমা লাগি, ফেলিছাছি আঁধি ধারা,
আকুল পিয়াসা, দারুণ নিরাশা, বহিয়ে হইছু সারা।

ঝরিল সাধের বকুল-হার

ছিঁড়িল ময়ম-বীণার তার

টানিলী বাঘিনী হইল আধার, ছুদি টান্দে হ'য়ে হারা।

বারেক যদি গো নিশি শেষে এসে

তুষ্টিতে সাদরে অধিনীরে হেসে,

অবশ পরাণ মোহন পরশে, করে বঁধু মাতোয়ারা,

স্বপনের দেশে, ভেসে ভেসে ভেসে

পর্যাণে পর্যাণে প্রেমের আবেশে

মাইতায় মিশে বৃগলমিলনে হইয়ে চেতানহারা।

আ। বাঃ বেশ। একটা মতলব ঠাউবে'ছ, কি বল তোম' ?

ও। আগে মতলবটাই কি শুনি, তবে ত মতামত একাশ ক'রবে।

আ। মতলবটা হচ্ছে এই--মুন্সাবাইএব এমন রূপ, এমন গলা, যদি একবার কোনও সুযোগে বাদশাব কাছে মুন্সাকে হাজির কবা যায়, তা হ'লে বোধ হয় বাদশার প্রাণে একটু রস আসে, একবার তাঁকে আমাদের তুফানে এনে ফেলতে পারলে হয়, তারপর আব যাবেন কোথা? কেমন মুন্স, বাদশাকে বশ করতে পারবে ত?

মু। বাদশা ত পুরুষ বটে, তবে আব বশ করা শক্তটা কি?

ও। না বাইজি, বাদশা আমাদের মত পুরুষ নয়, তাঁকে বশ কবা ততটা সহজ নয়। পাব যদি ভাগ্যই, কিন্তু পারবে ব'লে আমার ত বিশ্বাস হয় না।

মু। নিজেব জাঁক ক'বতে নাট, কিন্তু আপন দেব মেঃ ব্যানিতে, মুন্স অনেককে বশ করতে পেবেছে

ও। তাব ত সাক্ষী খামরা, তবে সকলেই কি আব আমাদের মত?

মু। পুরুষ প্রায় সবই সমান, তবে কারও বা একটু চক্কলজ্জা বেশী, তাবও একটু কম।

ও। ভাল দেখা যাবে কতদূর কৃতকার্য হও, কিন্তু আমবা বাদশাকে বিলক্ষণ জানি, তাই বলছি যে কাজটা তত সহজ নয়। বমগীর রূপে বাদশার মন টলে না। এক বেগম ছাড়া তিনি অল্প নারীর মুখও দেখেন না। এক নারীতে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন এমন বাদশা এ পর্যন্ত জন্মান নি, জন্মাবেন কিনা সন্দেহ। সমস্ত ইতিহাস তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজ--কোথাও পাবে না, সেই জন্য হিন্দুবাও বাদশাকে রাজর্ষি বলে।

আ। যা হ'ক, মুন্স তোমার একবার চেষ্টা করে দেখতে হ'বে।

মু। আমার চেষ্টার ফ্রটি হ'বে না, কিন্তু বাদশার দর্শন পাব কোথায় ?
 আ। সেট এক কথা—তোমার কও সেথায় নিয়ে যাবার যো নাই,
 বাদশাও এখানে তার বন না। একটা যাহক মতলব আঁটা
 যাবে, এখন হবে আসি।

(মুন্না ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

মু। এমনও পুরুষ কেউ আছে না কি ? কই এ পর্যন্ত ত দেখ্লেম
 না। বাদশা যদি বাস্তবিকই যে বকম শোনা গেল, সেট বকম
 হন, তাতেই বা ক্ষতি কি ? ববং এমন লোক বশ করতে পারলে
 বেশী বাহাজবী নিবাহ হরিণ বা খরগোষ শিকারের চেয়ে বাঘ মারতে
 পারলে শিকারীদের বেশী আনন্দ ! বমণীর হাবভাব ও রূপে
 মজেনা এমন পুরুষ আছে না কি ?

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কোতোয়ালের গৃহ

কোতোয়াল ও সুভদ্রা

সু। পাপিষ্ট, আমায় ছেড়ে দে। আমার বৃদ্ধ পিতার যে আর কেউ
 নাই। হায়, তাঁকে তোবা যে কষ্ট দিয়াছিস্ এতক্ষণ বেঁচে আছেন
 কিনা সন্দেহ। কোতোয়াল সাহেব, তোমার শরীরে কি একটু
 দয়া নাই। আমি তোমায় মিনতি ক'বে বলছি আমায় ছেড়ে
 দাও, ভগবান তোমার ভাল ক'রবেন। নইলে অনন্ত নরকে যেতে
 হ'বে।

কো। সুন্দরি, তুমি যেখানে সেই ত স্বর্গ। আপাততঃ ত স্বর্গ ভোগ করি, পবে যেখানে যেতে হয় যাওয়া বাবে এখন থেকে তার ভাবনা কেন? তোমার বাবার জন্য যদি এত কষ্ট হয় আমি না হয় আমার লোক পাঠাচ্ছি— তাব বৈশন খুলে দিয়ে, কিছু টাকা সঙ্গে দিয়ে বুড়োকে কাশী পাঠিয়ে দিচ্ছি। কেমন ভাল কথা নয়?

(একজন শাস্তিরক্ষক সহ ফকির ও মাহবেব প্রবেশ)

শা। ফকির সাহেব, এই কোতোয়াল সাহেবেব বাড়ি : আমি তব এখন যেতে পারি?

ফ। তুমি যে আমার কথায় এতদূর পযাস্ত এসেছ, তাতে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। আব একটু অপেক্ষা কব, আমবা এখানে দাঁড়াই তুমি কোতোয়াল সাহেবকে একবার বাহিরে ডাক।

শা। (দরজার কাছে গিয়া) কোতোয়াল সাহেব একবার বাহিরে আসবেন কি? এক ফকির সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

(কোতোয়ালের বাহিরে আগমন ও দ্বাররুদ্ধ করণ)

কো। সেলাম ফকির সাহেব, আমার খুশ নসীব জোর, আপনি মেহেরবানি ক'বে যে আমার বাড়ি পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এ আমার বড়ই সৌভাগ্য বলতে হ'বে। এখন কি করতে হুকুম হয়?

ফ। এই ব্রাহ্মণকে চেন?

কো। না—হ্যাঁ—জিনি। কেন?

ফ। ওর কন্যাকে জোব ক'রে এনেছ?

কো। জোব ক'রে যে আন্তে হ'বে তাব মানে আছে কি? সে কি নিজের উচ্ছায় আস্তে পারে না।

ফ। সে কথার জবাব দিতে চাই না। আচ্ছা, তুমি এই বুদ্ধকে মুখ হাত পা বেঁধে রেখে চলে এসেছিলে?

কো। তার প্রমাণ কি ? আব ফকির সাহেব, আপনাই বা ও সব
কথায় দরকাব কি ?

ফ। দরকার যাট হ'ক না কেন, ব্রাহ্মণের কত্নাকে ফিরিয়ে দাও।

কো। বাঃ তাও কি কখন হয়। আর আপনি ওই কাফেরের কথায়
বিশ্বাস ক'রে মিছামিছি আমায় দোষ দিচ্ছেন ফেন ?

ফ। তুমি দোষ ত গুরুতর ক'রেছ তাব উপর মিথ্যা কথা বলে পাপ
বাড়াচ্ছ। এতে কি তোমাব ভাল হ'বে মনে কর ? বাদশার
কাণে এ কথা উঠলে কি তোমাব শাস্তি হবে না। খোদা কি
সব দেখছেন না ?

কো। বাদশার কাণে কি সব কথা পৌছায়, আব পৌছালেই বা কি
তিনি আপনাব মত, কাফেরের কথায় বিশ্বাস করবেন ? আর
একান্ত করেন, তবে তখন যা হ'ক করা যাবে, এখন তার ভাবনা
কেন ?

ফ। তুমি তা হ'লে বুদ্ধেব কত্নাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ না ?

কো। না, মাপ করবেন।

ফ। শাস্তিরক্ষক, তুমি এই পাপিষ্ঠকে বেঁধে নিয়ে এস।

শা। ফকির সাহেব, তা কি ক'রে হবে ? আমি কোতোয়াল সাহেবের
গোলাম, তাঁকে আমি বাধ'বো কার হুকুমে ?

ফ। কার হুকুমে ? এই দেখ (নিজ নামাঙ্কিত অঙ্কুরীয় প্রদর্শন)

শা। (ভয়ে ও বিস্ময়ে) বাদশা নসিরুদ্দিন !

মা। অ্যা বাদশা !

কো। বাদশা ! (পদধারণ পূর্বক) জঁহাপনা, কস্তর মাপ করতে হুকুম
হয় !

ফ। এ অপবাদের ক্ষমা নাই। তোমায় চাকুরী থেকে বরণান্ত করা গেল, স্বধু তাই নয়—তিন বৎসর কাবাবাস ক'রতে হবে। এখন এই ব্রাহ্মণের কন্যাকে হাজির কর।

(কোতোয়ালের ভিতরে গমন)

মা। দিল্লীশ্বর, ধর্ম্মাবতার, আমার মুখ দিয়ে কথা সরছে না, আমি যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব ভেবে পাচ্ছি না। চিনতে না পেয়ে যে সব অপরাধ কবেছি, নিজগুণে ক্ষমা ক'রতে আদেশ হয়। আজ আমি সাধু, বাজঘিপ্রকৃত দিল্লীশ্বীবেব দর্শন পেয়ে চবিতার্থ হলেম।

(সুভদ্রাকে লইয়া কোতোয়ালের পুনঃ প্রবেশ)

সু। (ছুটিয়া আসিয়া) বাবা, বাবা, আর যে তোমায় দেখতে পাবো, মনে করিনি। আহা পাপিষ্ঠ হাত পা বেঁধে তোমায় কত কষ্ট দিয়েছে।

মা। মীর রূপায় আজ তোমায় ফিরে পেলেম, মীর গুণগান প্রজাদের ঘরে ঘরে গুণতে পাও, সেই প্রবল প্রতাপবিত, সত্ত্বগুণে ভূষিত পবিত্র আত্মা দিল্লীশ্বরকে অভিবাদন কর—ফকির বেশে তিনি সামনে দাঁড়িয়ে।

সু। আঁ দিল্লীশ্বর! (অভিবাদন পূর্বক) জাঁতাপনা, কণ্ডর মাপ হয়। অল্পমতি বালিকার অকপট কৃতজ্ঞতা দিল্লীশ্বর বাদশা অহুগ্রহ ক'রে গ্রহণ ক'রেন কি?

ফ। তোমামোদ কথা বহুমূল্য উপহার অপেক্ষা সরল হৃদয়ের অকপট ভক্তি আমার অধিকতর প্রিয়। আত্মা আমাকে যে কার্যের ভার দিয়েছেন, তাই যদি ভালরকম করে সম্পন্ন ক'রতে পারি, তবেই নিজের ভৃগু।

মা। ভগবান দিল্লীখরকে দীর্ঘজীবী করুন। একটি প্রার্থনা ক'রতে পারি কি ?

ফ। কি প্রার্থনা ?

মা। আমার কথাকে বখন জাঁপনার কুপায় ফিরে পেলেম, তখন আমার ইচ্ছা নয় যে কোতোয়াল সাহেব কাবাদগু ভোগ করে বা চাকরি থেকে অবস্ৰ হয। তার যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে, জীবনে কখন ভুলতে পারবে ষ'লে মনে হয় না।

ক। তার অপরাধ গুরুতর, এ অপবাধেব ক্ষমা নাই। তবে তিন বৎসর সে যদি নজরবন্দা ভাবে থেকে সচ্চরিত্রেব পরিচয় দিতে পারে, তাহ'লে আপাততঃ তার কাবাবাস রদ ক'রতে পারি।

কো। জাঁহাপনা, একবার যদি আমায় সুযোগ দিতে হুকুম হয়, আমি শপথ ক'বে বলতে পারি, তিন বৎসর কেন দশ বৎসব নজরবন্দার থেকে জাঁহাপনাকে খুসী ক'রবো।

ফ। আচ্ছা, তাই হবে। সাবধান আর যেন কখন তোমাব বিপক্ষে কোন কথা শুনে ন' হয় ! যাহাদের উপব শান্তিরক্ষার ভাব, তাহাই যদি শান্তি ভঙ্গ ক'বে, তবে তাদের কঠোব শান্তি হওয়া উচিত।

(প্রস্থান)

কো। ব্রাহ্মণ, তোমার ক্ষমার কথা ভুলবো না। আজ থেকে আমি তোমা গৌলাম।

মা। কোতোয়াল সাহেব, তোমাব প্রতি আমার শক্রতা নাই, জীবনে কাহারও প্রতি শক্রতা আচরণ করি নাই। তুমি যে আজ থেকে ধর্ম পথে চল'বে প্রতিজ্ঞা ক'রলে, শুনে বড়ই সন্তুষ্ট হ'লেম, দেখো যেন প্রতিজ্ঞার কথা ভুলোনা। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তোমার স্মৃতি হ'ক।

মহেন্দ্রের প্রবেশ ।

ম। এই যে গুরুদেব এখানে ! যা ভেবে ছিলাম তাই ? ব্যাপার কি শীঘ্র বলুন ।

মা। বৎস, চল ঘরে চল, সব বলবো। আজ সাধু দেবপ্রতিম বাদশার কুপায় ঘোব বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি, চল আগে ভগবানের নিকট তাঁর মঙ্গল কামনা কবিগে, পবে সমস্ত ঘটনা বলবো ।

(সকালের প্রস্থান) ।

চতুর্থ দৃশ্য

শলিতের বাটা

শলিত ও লবঙ্গলতার গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

ল। “শলিত লবঙ্গ লতা পবিশীলন কোমল মলয় সমীরে”

লব। “মধুকব নিকব ঋষিত কোকিল কুঞ্জিত কুঞ্জ কুটাবে”।

ল। “বিহবাত হবিবিহু সবস বস্তে”

লব। “নৃত্যতি যুবতী জনেন সমঃ সখি বিরহী জনশ ছরস্তে ।”

ল। হ্যাঁ দ্যাখ লবঙ্গ, একটু আমার বাতাস কব, আব আপাততঃ এক-ঘটা মিছরির সরবৎ ও দশ চল্লিশটা সন্দেশ এনে দিয়ে পবে গণ্ডা পাঁচিশ লুচি ভেজে দিও খেয়ে বাঁচা যাবে। যুদ্ধে গিয়ে অবধি ত আর খাওয়া দাওয়া হয় নি !

লব। তুমি যে যুদ্ধে গেছলে তাই আমার বিশ্বাস হয় না ।

ল। সে কি ? তুমি কি আমার এত অবিশ্বাস কর ? যদি যুদ্ধে যাইনি ত এতদিন ছিলাম কোথা ?

ଲବ । କୋଥାର ଲୁକିয়ে ଟୁାକରେ ଛିଲେ, ସୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହ'ତେ ଅଜ୍ଞାତ ବାସ ଛେଡ଼େଇ ?

ଲ । ହିଆଁ ଦ୍ୟାଧ ଲବଙ୍ଗ, ଡାଲାର୍ଚାନ, ଛୋଟ ଏଲାଚ, ଆମାବ କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ବାଗ ବାଡ଼ୁଛି । ଆମାବ ବୀବଦ୍ଧେବ କଥା ନିୟେ ସହରମୟ ହେ ଠେ ପଢ଼େ ଗେଛି— ଆମି ନା ଥାକ୍ଲେ ବାଜାର ଜୟଲାଭ ହ'ତ କିନା ସନ୍ଦେହ, ଆବ ତୁମି କିନା ବଲ ଆମି ଲୁକିୟେ ଛିଲାମ ।

ଲବ । ରାଜବାଡ଼ୀତେ ତୋମାଃ ବାଁ : ବ'ଲେ ତ ନାମ କ'ଧନଓ ଖୁନିନି, ପେଟୁକ୍ ନାମ ଖୁବ ଆଛି ବଟେ ।

ଲ । ସେଓ କି କମ ବାରତ୍ତ ! କହି ତୁମି ଏକଟା ଆତ୍ମ କାଁଠାଳ, କିଷା ସେବ ହୁଅଁ ମିଷ୍ଟାନ ଧାଓ ଦୋଧ ? ଆବ ତା'ଓ ବେ ଧାହି ସେ କେବଳ ନାରାୟଣକେ ହୁପ୍ତ କରବାବ ଜନ୍ତ । ଜାନି ତ ଠିଛା ନାରାୟଣ, ଆମାର ଧଧନ ଧେତେ ଠିଛେ ହୟ, ସମସ୍ତ ଧାନ୍ତ ସାଗ୍ରାଁ ନାବାରଣକେ ଭକ୍ତିଭରେ ନିବେଦନ କ'ରେ ଦିୟେ ତାରପର ଠାଁର ପ୍ରସାଦ ପାଠି ।

ଲବ । ଆଛା, ଆର ଆମାବ କାଛି ବଢ଼ାଇ କ'ରେ କାଜ ନାହି ! ହିଆଁ ହିଆଁ ଭାଳ କଥା—ଆଜ ସକ୍ସାର ସମସ୍ତ ତୋମାର ଧେ ବାଜ ବାଡ଼ୀତେ ତଲବ ହ'ରେଛି, ବଲ୍ତେ ଭୁଲେ ଗେଛି ।

ଲ । ତାହି ନାକି ? ତବେ ଆବ ତୋମାର ଏଧାନେ ଧାବାର ଆୟୋଜନ କରତେ ହ'ବେ ନା । ସେଧାନେଠି ଆହାରୀନ ହ'ବେ । ଦେଖ୍ଲେ ଆମାବ କତ ଧାନ୍ତିର । ତବେ ଏଧନ ଆସି ।

ଲବ । ତା, ଏସ, କିନ୍ତୁ ଧୁବ ସାବଧାନେ । ଆକ୍ସର ଧାଁର ଠର ନାକି ଠାର୍ବୀନିକେ ସୁସ୍ତେ, ଏକ୍ସଲା ଗେଲେ ନାକି ରାଜାର ପକ୍ସେର ଲୋକଦ୍ଧେର ଧରେଓ ନିୟେ ଧାଞ୍ଚେ ।

ଲ । ତାହି ନାକି ? ତା' ଆମାଧ ଆର ତାତେ ଭର କି ? ତୁଲୋମ୍ମର ଧାନା ଲାଓ ଓ ଦୋଧ । ଏକି ପେଟୁଟା ହଠାତ୍ କେନ୍ଦନ କରେ ଠିଠ୍ଲୋ । ଠିଠ୍ଲେ, ଆଜ ଆର ରାଜବାଡ଼ୀ ବାଓରା ଠ'ଲ ନା' ଦେଖ୍ଲି, କାଳ ସକାଲେଠି ବାଓରା ଧାବେ ।

লব। সে কি ? পেটটা কেমন ক'রে উঠলো, না বুকটা কেমন ক'রে উঠলো। বোঝা গেছে তোমার সাহস।

গ। বটে—তবে এই চল্লুম, যদি না ফিরি জান্বে তুমি বিধবা হ'য়েছ।
(তরবারি লইয়া প্রস্থান)

লব। যত বড়াই আমার কাছে। আমি যেন আর ঔঁব সাহসের পরিচয় পাইনি—উঁ নি আবার যুদ্ধে যাবেন !

ললিতের পুনঃ প্রবেশ।

কি ফিরলে যে ?

ল। আরে বর্ষাটা নিয়ে যাওয়া হয় নি, এনে দাও। এক হাতে বর্ষা দিয়ে এমনি করে' বঁধ্বে, আর এক হাতে এমনি ক'রে তলোয়ার দিয়ে কচাকচ, মেন কচুগাছ। বুঝলে ত ? ইয়া বর্ষাটা এনে দাও।
(লবের প্রস্থান ও বর্ষা লইয়া পুনঃ প্রবেশ)।

লব। এই নাও বর্ষা।

ল। ইয়া দাও, তবে আমি চল্লুম। দেখো খুব সাবধানে থেকে।
আবে ক'রেছ কি ? একটা ঝামা কি পাথর দাও, তলোয়ার খানা একেবারে মরচে পড়ে রয়েছে। (বসিয়া তলোয়ার পরিষ্কার করণ)

লব। বেস্ যা হ'ক—এখন তলোয়ার সাক করতে বসলে, তা হ'লে রাজবাড়ী যাবাব ইচ্ছে নেই ?

ল। আহা হা ব্যস্ত হও কেন ? যাচ্ছি তোমার কি ইচ্ছে আমি বিনা যুদ্ধে শত্রুর হাতে মারা যাই।

লব। কালাই আমার অঙ্গন ইচ্ছে হ'বে কেন ? (করে ভিতর বাসনের শব্দ শুনিয়া) ওকি বাসন নাড়ে কে ? চোর এল নাকি ?

ল। দেখলে ভাগ্যে আমি যাইনি, নইলে তুমি ভয়ে আঁতকে উঠতে।

লব। তা তুমি আছ ভালই হ'য়েছে, চোরটাকে ধর, নইলে বাসন গুলো সব যে যায় !

- ল। তা যাচ্ছি, তবে কি জ্ঞান চোরের হাতে সিঁদকাটি—সময়ে সময়ে ছোঁবা থাকে—জ্ঞান বোধ হয় ?
- লব। থাকলেই বা, তোমারও ত হাতে বর্ষা ও তলোয়ার রয়েছে।
- ল। কই, আর ত বাসনের শব্দ শোনা যাচ্ছে না—বোধ হয় চোর পালিয়েছে।
- লব। না না, ঐ শোন ফের শব্দ হচ্ছে, শিগ্গির চল।
- ল। আচ্ছা লবঙ্গ, বলছিলেন কি, খান কতক বাসন বই ত নয় চোরের নিশ্চয় দরকার হয়ে থাকবে—আগ গরীব বেচাবা! তা—নিয়ে না হয় গেলই।
- লব। এই বুঝি তোমার সাহস, তবে তুমি থাক আমিই যাচ্ছি।
- ল। কি বললে আমার সাহস নেই? চল একটা আলো নিয়ে এগিয়ে চল—আমি তোমার পেছনে পেছনে বাই, চোর বেটা যাতে পেছন থেকে এসে তোমার ঘাড়ে না পড়ে, সাম্নে দিয়ে এলে কি আর রক্ষে আছে।
- লব। আর তোমার বীরত্বে কাজ নেই, বোঝা গেছে। চোব আসেনি, তোমার সাহস দেখবার জ্ঞান আমি ঝিকে বাসন নাড়তে বলে এলাম। তোমার সাহসেব যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে। এখন বর্ষা তলোয়ার রেখে স্বচ্ছন্দে রাজবাড়ী যাও, শত্রু টক্কে কেউ নেই, সেও আমার সাক্ষান কথা।
- ল। সাক্ষান কথা! তাই ত বলি আমার রাগ হচ্ছেল না কেন? যথার্থ বিপদ থাকলে, দেখতে আমার সাহস আর বীরত্ব কি রকম তেজে প্রকাশ পাত, যেন সাক্ষাৎ ভীম! তবে এখন চলুম।

(প্রস্থান)।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা

রাজা, হীরাসিংহ, মন্ত্রী ও সভাসদগণ ।

রা। মন্ত্রী, ঘোষণা করে দাও, আর আমরা অযোধ্যার শাসন কর্তা জাফর খাঁ কিম্বা তার মনিব দিল্লীর বাদশার অধীন নই। এখন আমরা স্বাধীন। জাফর খাঁ এবার যুদ্ধে যে রকম পরাজিত হয়েছে, আর যে, সে আমাদের বিপক্ষে বুদ্ধ করবে মনে হয় না। রাজ্যের ঘোষণা করে দাও, বিজয় লক্ষ্মীর পূজার জন্ত সাতদিন নগরময় যেন আনন্দ শ্রোত বয়, প্রজাদের হুইমাসের খাজনা মাপ করা গেল। তারা উৎসবে যোগ দিক।

ম। যে আজ্ঞা ; এখনি ঘোষণা করে দিচ্ছি। আমাদের জয়লাভ হওয়ার্তে সকলেই আনন্দে মগন, সকলেরই মুখে হাসি।

রা। কই, ললিত এখনও এলনা, একটু রঙ্গ করা যেত।

ম। এখনি আসবে ডেকে পাঠান হ'য়েছে।

রা। হীরাসিং, তোমাকে আজ একটু বিমর্ষ দেখছি কেন ?

হী। কই না, বিমর্ষ তেমন নয়। তবে ভাবছি যে জাফর খাঁ আবার যদি আসে—

- বা। আব আস্বে ব'লে বোধ হয় না—কারণ তার প্রায় দশ হাজার সৈন্ত হত হ'য়েছে। আব যদিই বা আসে, রাজপুত কি যুদ্ধে ভীত ?
- ঈ। না যুদ্ধে রাজপুত ভীত নয় জানি, কিন্তু যুদ্ধেব ফলাফল কি হবে তাই ভাবছি।
- ১ম সভা। যুদ্ধ কোথা তাব ঠিক নেই এখন থেকে তাব ফলাফল ভেবে কি হ'বে। এখন একটু আমোদ করা যাক। নাচওয়ালীবা বাইবে অপেক্ষা করছে, অনুমতি হয় ত আস্তে বলা যায়।
- বা। বেশ। আস্তে বল একটু গান শোনা যাক। হীরা সিং সুদূব ভবিষ্যতের ভাবনা! ছেড়ে, একটু আনন্দে যোগ দাও।
- হী। (স্বগত) আনন্দ! এ আনন্দে আমি কেমন ক'বে যোগ দিব। যেদিন তোমাব ঐ সিংহাসনে আমি বস্বে সেদিন আমোদে যোগ দিব। (প্রকাশ্যে) আমার শবীঘটা আজ একটু ধারণ আছে, আমি এখন আসি।

(প্রস্থান)

নর্তকীগণের প্রবেশ

গীত

কেননা হইলে বঁধু বতনের হার
যতনে থাকিতে সুখে হৃদে অনিবার।

হ'লেনা কেন গো মাথার ফুল, অথবা কানের সোনার ছল,
মিটিত বাসনা মোর আকুল হিয়ার।

হ'ত যদি বঁধু হাতের বালা, ঘুচিত তা হলে সকল জালা,
তিলেক বিচ্ছেদ কভু হ'ত নাক আর।

(নর্তকীগণের প্রস্থান)

ললিতের প্রবেশ

- বা। কিহে ললিত, এত বিলম্ব কেন ?
- ল। আজ্ঞে মনের ছুঃখে এক পা এগোই আর দশ পা পেছোই, তাইতে দেরি হয়েছে।
- বা। কেন মনেব ছুঃখ তোমার আবার কিসের ? আর এক পা এগিয়ে যদি দশ পা পেছিয়ে থাক, তা হ'লে এখানে পৌঁছলেই বা কি ক'রে ?
- ল। আজ্ঞে, শেষটা পেছন ফিরে এই দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলেম আর মনের ছুঃখ সে আপনাদের কুপায়। রাজ্য বাড়ীতে মাসে একদিন পাত পড়ে কিনা সন্দেহ, অথচ নাম দিয়েছেন “পেটুক”।
- বা। সে কি ? তোমার “পেটুক” নাম দিয়েছি কে বলে ?
- ল। আজ্ঞে খুব বিশ্বাসী লোকই বলেছে।
- রা। কে সে বিশ্বাসী লোক ? কই আমি ত তোমার পেটুক নাম দিই নাই।
- ল। মহারাজ, সে বিশ্বাসী লোক আমার গিন্নি—মাপ করবেন, তার কথা অবিশ্বাস ক'রে আপনার কথা বিশ্বাস করি কি ক'রে ? গৃহিণীর কথা বেদ বাক্যের সমান। সে বলেছে রাজ বাড়ীময় আমার পেটুক নাম আহির হয়েছে।
- ১ম স। কই আমরা ত কিছুই শুনিনি, তবে বোধ হয় তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে রহস্য করেছে।
- ল। আমার সঙ্গে রহস্য ? সে আমার ভয়ে কেঁচো, কথা কইতেই সাহস করে না, আবার রহস্য করবে ?
- রা। রাণীর কাছে ত শুনি ডুমিই তার ভয়ে কেঁচো, সে তোমার ভয়ে কেঁচো, তা ত কখন শুনিনি।

- ল। এই দেখুন মহারাজ, সাথে কি বলি গৃহিণীর কথা বেদ বাক্য—
আমার কথা আপনার বিশ্বাস হ'ল না, কিন্তু মহারাণীর কথা বিশ্বাস
হ'ল।
- রা। ললিত, আমায় পরাস্ত কবেছ বটে। যাক্ ও কথা ছেড়ে দাও
আজ থেকে রোজ রাত্রে রাজবাটীতে তোমার নিমন্ত্রণ থাকবে, তাতে
সন্তুষ্ট ত ?
- ল। খুব, খুব, জয় হ'ক মহারাজের।
- রা। আচ্ছা এখন তবে সভা ভঙ্গ করা যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অর্গল রাজপথ

নাগরিক বালকগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

গীত

প্রণমি মাত জনম ভূমি অসীম স্নেহ শালিনী,
স্বরগ অধিক গরবে মাগ্বে, ধন ধাত্বে পালিনী।
আছে ত অনেক দেশ ধরায়, তাদের নামেতে শিরায় শিরায়
বহেনা কেন গো অমৃত প্রবাহ প্রীতি ভক্তি দায়িনী।
তোমার বাতাসে, তোমার জলে, তোমার আকাশে তোমার স্থলে
জানি না কি আছে স্বরগ সুখা, প্রাণের তৃষ্ণা নাশিনী।

তৃতীয় দৃশ্য

অযোধ্যা

জাফর খাঁর গৃহ—জাফর খাঁ চিন্তামগ্ন

জা। কাফেরের কাছে পরাজয়? বাদশা কি বলবেন? তাঁর কাছে মুখ দেখাব কেমন করে? আমার দশ হাজার সৈন্য হত ও আহত, শত্রু পক্ষের মোটে দুই হাজার! ছি ছি, কি লজ্জা! গৌতম সিং তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই জাফরখাঁর হাত থেকে উদ্ধার পেলে; কিন্তু হির জেনো, জাফরখাঁ যতদিন জীবিত থাকবে, তোমার শাস্তি নাই, ছলে হ'ক, বলে হ'ক তোমায় শাস্তি দিবই দিব। কিন্তু কি উপায়ে? কিছুই ত ঠিক করতে পারছি না?

একজন ভৃত্যের প্রবেশ

ভ। জনাব, হীরাসিং নামে রাজার এক আত্মীয় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়, বলে বিশেষ প্রয়োজন আছে।

জা। আচ্ছা, আসতে বল। (ভৃত্যের প্রস্থান) হীরা সিংএর আমার সহিত কি প্রয়োজন, কিছুই ত বুঝতে পারছি না।

হীরা সিংএর প্রবেশ

হী। বন্দেগি জনাব, বিশেষ ব্যস্ত আছেন কি?

জা। না তেমন ব্যস্ত নয়। আপনার প্রয়োজন?

হী। প্রয়োজন একটু আছে, কিন্তু এস্থান নিভৃত ত?

জা। হ্যাঁ, এখানে কেউ নাই, আপনার যা বলবার থাকে সচ্ছন্দে বলতে পারেন।

হী। রাজা গৌতমসিং আপনাকে যুদ্ধে পরাজিত করে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছে—নগরে বিজয়োৎসবে সবাই মগ্ন। আপনি কি এ অপমান নীরবে সহ্য করবেন? প্রতিহিংসা চান না?

- জা। প্রতিহিংসা? প্রতিহিংসা চাইনা? কিন্তু আপনার মতলব কি খুলে বলুন। আপনি প্রতিহিংসার জন্ত এত ব্যস্ত কেন?
- হী। ব্যস্ত কেন? গৌতমসিং অর্গলের রাজা কেন? আমি নয় কেন? সে যদি আমার পথে কণ্টক না হ'ত, তা হ'লে আমিই অর্গলের রাজা হ'তে পারতাম। কিন্তু তা হ'ল না—এখনো সে কণ্টক উদ্ধার করতে পারলে হয়।
- জা। (স্বগত) কাকেরকে বিশ্বাস নাই, সে যখন রাজপুত হ'য়ে নিজের আত্মীয়কে হিংসা করে, এবং তার নিধনেব চেষ্টায় আমার কাছে আসে, তখন এরূপ প্রকৃতিব লোককে বিশ্বাস কি? (প্রকাশ্যে) আপনি কি করতে চান?
- হী। আপনি যদি সাহায্য করেন আমি গৌতম সিংকে হত্যা করতে প্রস্তুত আছি।
- জা। হত্যা? হত্যা বীরের কাষ নয়, যুদ্ধে বধ করাই গৌরবের কথা।
- হী। সেও কি হত্যা নয়? বরং একজনের পরিবর্তে শত সহস্র লোককে হত্যা করতে হয়।
- জা। ভাল, যেন হত্যাই করলেন, তারপর?
- হী। তারপর আপনার সাহায্যে সৈন্তগণকে হস্তগত করে দিল্লীখরের অধীনে অর্গলের সিংহাসনে বসি।
- জা। তা'তে দিল্লীখরের লাভ?
- হী। এখন যা কর পান তার দ্বিগুণ কর দিব।
- জা। রাজপুত, আপনি দিল্লীখরকে চেয়ে না, তিনি এরূপ উপায়ে কর বৃদ্ধি করতে কখনই সম্মত হবেন না। রাজ্য লোভে যে নিজ আত্মীয়কে অকারণ হত্যা করতে পারে, সে রূপ বিশ্বাসঘাতক

হত্যাকারীকে দিল্লীখর কখনই অর্গলের রাজতন্ত্রে অভিষেক করবেন না। গৌতম সিংকে বন্দী করবার কোনও উপায় থাকে বলুন।

হী। এত অপমান? (অসি নিক্ষেপনের চেষ্টা ও জাফর খাঁ কর্তৃক তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তধারণ ও অসি কাড়িয়া লওন)।

জা। সাবধান গর্বিত রাজপুত্র, জাফর খাঁও অস্ত্রবিদ্ধা কিছু শিক্ষা করেছে, এখনি তোমাব সৈ সাধ মিটাতে পারতেম্, কিন্তু এইতেই বোধ হয় তোমার যথেষ্ট শিক্ষা হ'বে। এখন তুমি আমার বন্দী, আমি এখনি গৌতম সিংকে তোমার কথা সবিশেষ লিখে পাঠাচ্ছি তোমাকেও আমার লোক দিয়ে পাঠাচ্ছি। তা'তে রাজা আমাব উপর কৃতজ্ঞ থাকবেন সন্দেহ নাই।

হী। আমার ক্ষমা করুন। অপরাধ হয়েছে, আর এরূপ কখনও হ'বে না। আচ্ছা গৌতম সিংকে বন্দী করবার আর এক উপায় যদি বলি তা'হলে আমার বিশ্বাস করবেন এবং মুক্তি দিবেন কি?

জা। যদি সত্য উপায় বল মুক্তি দিব, মিথ্যা বলিলে নয়।

হী। তবে শুনুন। আর তিন দিন পরে পূর্ণিমা, সেই রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ আমার স্ত্রীর কাছে খবর পেয়েছি রাণী সেইদিন জন করেক প্রহরী ও দাসী মাত্র সঙ্গে নিয়ে বজ্জারে গঙ্গান্নানের জন্ত যাবেন, রাজাকে জিজ্ঞাসা করলে, পাছে তিনি অমত করেন, সেই জন্ত তাঁকে না জানিয়েই যাবেন। সেই সময় আপনি করেকজন, সৈন্ত পাঠিয়ে রাণীকে অনায়াসে বন্দিনী করতে পারেন। তারপর রাণী বন্দিনী হ'লে, রাজা ত আপনার হাতে।

জা। এ প্রস্তাব মন্দ নয়, যদি কথা সত্য হয়। আচ্ছা আমি বিবেচনা ক'রে দেখবো, এখন যাও। এই নাও তোমার অসি, কিন্তু এরূপ ঔদ্ধত্য আর যেন প্রকাশ না পায়।

(হীরাসিংএর প্রস্থান)

উন্নত প্রস্তাব। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক কাফেবের কথায় বিশ্বাস নাই।
ভাল, পূর্ণিমা বাত্রে আমার নিজ বস্ত্র সাকিনাকে গঙ্গার ঘাটে
পাঠিয়ে খবর জানবো বাণী এসেছেন কি না। যদি আসেন তবে ত
গৌতম সিং আমার মুষ্টি মধ্যে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

দিল্লী—আবাম বাগ

মুন্সাবাদী ও আমীর খাঁ

আ। মুন্সাবাদী, বাদশাকে আবামবাগে বায়ু সেবনের জন্ত এনেছি, তিনি খুব
নিকটেই আছেন। কিন্তু একেবারে তোমায় এখানে আনলে ধবা
পড়বে, সেইজন্ত এমন একটা উপায় শীঘ্র স্থির কব, যাতে তিনি
আপনিই এদিকে আসেন। কিন্তু সাবধান তিনি গৃহস্থ ভদ্রলোকের
বেশে আছেন, তাঁকে যেন বাদশা বলে সন্দেহন ক'বো না।

মু। আচ্ছা, আমি একটু পবে চীৎকার কববো যেন খুব বিপদে পড়েছি
জনে বাদশা নিশ্চয়ই এদিকে আসবেন।

আ। বেশ মতলব, আমি এখন তবে বাদশাব কাছে যাই।

(প্রস্থান)

মু। আমার বুকটা কেমন কবছে। কেন ভয় কিসের? হলেনই বা
বাদশা, তিনি পুরুষ ত বটে। পুরুষ যদি না বধ করতে পারি তবে
আমার রূপ, যৌবন গর্ভ সব বৃথা। বাদশাব সঙ্গে কথা কইতে
হবে বলে কি আমার বুক কাঁপছে?

গীত

কেন কাঁপে হিয়া আজি কে জানে।
 কি হ'বে যদি না পিয়া চাহে মুখপানে।
 যাতারে ধরিতে যাই, তারে যদি নাহি পাই,
 মবমে বাজিবে শেল সবেনা প্রাণে।

(উচ্চৈঃস্ববে) কে আছ রক্ষা কর, অবলাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

দ্রুতবেগে বাদশা ও আমীর খাঁর প্রবেশ।

বা। কি হয়েছে, কে তুমি ?

মু। (কাঁপিতে কাঁপিতে) জনাব বলছি আগে একটু স্থির হ'তে
 দিন। ওঃ এখনও ভয়ে আমার সর্ব শরীর কাঁপছে।

বা। তোমার কোনও ভয় নেই, কি হয়েছে বল ? তুমি স্ত্রীলোক হয়ে
 একা এখানে কেন ?

মু। জনাব আমার নাম মুন্সাবাঈ, আমি বায়ু সেবনের জন্য এখানে
 এসেছিলাম, আমার সঙ্গে দাসীও একজন ছিল। সে বলে “আমি
 আসছি, আপনি একটু বসুন।” আমি বসে আছি এমন সময় হঠাৎ
 দুই তিন জন লোক এসে আমার মুখ বাধবার চেষ্টা করতে লাগলো,
 আমি কোনও গতিকে চীৎকার করতে ছবুঁস্তেরা আপনাদের
 আমতে দেখে পলায়ন করলে। আপনারা যে আমার বিপদ থেকে
 উদ্ধার করলেন, তাতে চিরকৃতজ্ঞ রইলেম। আপনারা কে জানতে
 পারি কি ? অনুগ্রহ করে যদি আমায় আমার বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে
 দেন, তবে বড়ই উপকার করা হয়, কারণ আমার আর একা
 যেতে সাহস হচ্ছে না।

বা। আমরা কে তোমার জানবার দরকার নাই। তুমি এই ভদ্রলোকটির
 সঙ্গে যাও ; তোমার কোনও ভয় নাই।

মু। জনাব আপনি কি আসবেন না।

বা। না।

মু। তবে বুঝি আমি সামান্য বাঈ ব'লে আপনি আমার ঘৃণা করেন, নতুবা আমার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে দোষ কি ?

বা। পাপকে ঘৃণা করা উচিত বটে কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করা উচিত নয়। আমি তোমায় ঘৃণা করিনা, জগতে ঘৃণার পাত্র কেহই নাই, সকলেই দয়ার পাত্র। কাহাকেও ঘৃণা করবার অধিকার আমাদের নাই। তবে তোমার সঙ্গে যেতে আমি পাববো না। তুমি ই'হার সঙ্গে যাও।

(প্রস্থান)

আ। মুন্না, আর ভাবলে কি হ'বে? মৎলবটা হ'য়েছিল বেশ, কিন্তু শিকার ফস্কে গেল—বান্দশা ত চলে গেলেন, এ মতলব খাটুগো না, আবার অন্য কোনও মতলব ঠিক কর।

মু। “পাপকে ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপীকে নয়, আমি তোমায় ঘৃণা করি না, জগতে ঘৃণার পাত্র কেহই নাই, সকলেই দয়ার পাত্র।” তবু ভাল আমি পাপী ব'লে আমার ঘৃণা কর না। সকলেই যদি দয়ার পাত্র আমার প্রতিও কি দয়া হ'বে না ?

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

বান্দশার বিশ্রামাগার

বান্দশা লিখিতে মগ্ন, পশ্চাৎ হইতে বেগমের প্রবেশ

ও কিয়ৎকণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া পার্শ্বে উপবেশন।

বা। তাইত বলি হঠাৎ ঘবে বিদ্রোহের আলো এলো কোথা থেকে ?

বে। বান্দীকে এত ঠাট্টা কেন? দিল্লীখর নিভুতে একা ব'সে কি করছেন, তাই দেখবার জন্ত কৌতূহল হ'ল কিন্তু দানীর আগমনে

বাদশার মনযোগ আকর্ষণ না হওয়াতে, অগত্যা পাশে এসে বস্লেম.
অধিকার নাই কি ?

বা। সমস্ত হৃদয় যে অধিকার করে রয়েছে, তার আবার অধিকার নাই
কিসে ?

বে। জাঁহাপনা দাসীকে পায়ে রাখেন এই যথেষ্ট, সমস্ত হৃদয় অধিকার
করবাব ক্ষমতাও নাই, আশাও নাই ।

বা। সেলিমা, সত্যই বলছি তুমি আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার ক'রে
রয়েছ, জাননা কি আমি তোমা ছাড়া অন্য নারীকে এ পর্য্যন্ত
কখনও হৃদয়ে স্থান দিই নাই, দিবও না। জানি না তুমি কি গুণে
আমার মুগ্ধ করেছ ।

বে। জাঁহাপনা! আপনি নিজগুণে দাসীকে রূপাচক্ষে দেখেছেন, দাসীব
কোনও গুণ নাই, কোনও ক্ষমতা নাই ।

বা। তাই যদি না থাকবে তবে দিল্লীর বাদশাকে বশ কবলে কি ক'রে ?

বে। ও কথা বলে বাদীকে লজ্জা দিবেন না। যাক, কি লিখছিলেন
দেখি ? বা কি সুন্দর হস্তাক্ষর !

বা। কোরাণ থেকে ভাল ভাল উক্তি উদ্ধৃত করছিলেন—উদ্দেশ্য বিক্রয়
ক'রে অর্থলাভ করা। হস্তাক্ষর একটু ভাল হ'লে কিঞ্চিৎ বেশী মূল্য
পাওয়া যেতে পারে ।

বে। জাঁহাপনা কি বাদীর সঙ্গে ঠাট্টা করছেন ? বিক্রয়ের প্রয়োজন ?

বা। নইলে জীবিকা নির্বাহ করবো কেমন ক'রে, সেলিমা ?

বে। দিল্লীধর যে এত গরীব জানতেম না, এ উপহাস মন্দ নয় !

বা। উপহাস নয় সেলিমা, সত্যই দিল্লীধর অতি দরিদ্র—সামান্য ফকির
মাত্র । দিল্লীধর এই সমস্ত অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী নয়—প্রজার
অভিভাবক মাত্র । সম্পত্তি প্রজার, প্রজার মঙ্গলের জন্য ঐ সম্পত্তি

আমার হস্তে গুস্ত হয়েছে মাত্র—উহা গচ্ছিত ধন। উহা আমার নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করবার অধিকার আমার নাই। অতএব আমার জীবিকা নির্বাহের জন্ত অল্প পন্থা অবলম্বন ক'রতে হয়েছে— তাই কোরাণেব উক্তি উদ্ধৃত ক'রে বিক্রয় লব্ধ অর্থে তোমার ও আমার ভরণ পোষণ এক রকম চলে যায়। বুঝলে সেলিমা ?

বে। খোদা এমন দিল্লীখরকে চিরজীবী করুন। জাঁহাপনা ধন্য আপনি, ধন্য আপনার উদারতা, ধন্য আপনার প্রজ্ঞা বৎসলতা। আপনার, মহিমা সামান্য বাদী কি বুঝবে, আমি আপনার সম্পূর্ণ অযোগ্য অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করবেন। আজ থেকে আমি ও কোরাণের উক্তি উদ্ধৃত করবো, দেখুন দেখি আমার হস্তাক্ষর চলতে পারে কি না ? (লিথিয়া বাদশাকে প্রদর্শন)।

বা। অতি সুন্দর ! দেখছি আমার অপেক্ষা তোমার লেখার অধিক মূল্য ও আদর হ'বে। বেগমের হস্তাক্ষর শুনলে লোকে আরও অধিক আগ্রহের সহিত কিনবে সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

বে। জাঁহাপনা, আপনার জন্য একটি নূতন গান রচনা করেছি, যদি অনুমতি হয় শোনাই।

বা। অনুমতি নিশ্চয়োজন. আমিও তাই চাই।

বে।

গীত

তোমার আদরে আদরিণী আমি চরণে তোমার দাসী,

কেমনে জানাব হৃদয় স্বামী কত যে গো ভালবাসি ।

আঁখি চায় সদা ও রূপ হেরিতে, বাসনা সতত ও কথা শুনিতে
সকল হৃদয় ত'রি' অধিকার বিরাজিছে দিবানিশি ।

অস্তরে বাহিরে জাগিতেছে সদা, তবুও মিটে না পন্থাণের স্মৃধা,
নিখিল জগৎ তোমামর হেরি' আনন্দ সাগরে ভাসি ।

বা। সেলিমা, তোমার মধুর গান শুনে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল। লোকে বলে আমি সঙ্গীত প্রিয় নই, কিন্তু সেটা ভুল। সত্য বটে আমি বারবিলাসিণীদের হাব ভাব ও গান পছন্দ করি না, কারণ সে গানে প্রাণের অভাব। কিন্তু তোমার মত সতী পতিপ্রাণা নারীব প্রাণের উচ্ছ্বাসপূর্ণ গান শুনে আমি বিভোর হয়ে যাই। অনেক ক্ষণ বিশ্রাম করেছি, এখন একটু রাজকার্যে যাই, তুমিও সংসারের কাজ করগে।

(উভয়ের প্রস্থান)

আমিনার প্রবেশ

আ। সেলিমা গেল কোথায়, এই যে তার গলা শুনতে পাচ্ছিলেম। দেখি কোথায় গেল! সেলিমাই স্থধী, তার মুখে কখনও বিষাদের ছায়া দেখিনি।

প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সেলিমাবেগমের রন্ধনাগার—সেলিম! রন্ধনকার্যে নিযুক্ত।

আমিনার প্রবেশ

আ। কই গো, সেলিমাবেগম কোথায়? খুঁজে খুঁজে হয়রান হ'য়ে গেছি—এই যে এইখানে? ওমা কোথায় যাব, বেগম কোথায় এ যে বাদী, নিজের হাতে রুটী তৈয়ার করচে?

বে। হাঁ ভাই, আমিত বাদীই, খোদার কাছে প্রার্থনা কর যেন জন্ম জন্ম এই বাদশার বাদী হই।

আ। তাতে সুখ ত এই—নিজে রেঁধে মরছ।
 বে। এর চেয়ে সুখ কি আর আছে? শুধু ভাল কাপড় গহনা পরে
 বিলাসে গা হেলে দেওয়ার চেয়ে, এতে যে কি সুখ তা বলা যায়
 না। নিজের স্বামীকে রেঁধে খাওয়ানর চেয়ে কি আর সুখ
 আছে? যারা তা পারে না, অতুল ঐশ্বর্য্য থাকলেও তারা
 এ সুখে বঞ্চিত। তবে আমার দুঃখ এই, বাদশাকে পাচ রকম
 ভাল জিনিষ রেঁধে খাওয়াতে পারিনি।

আ। কেন কিসের অভাব?

বে। বাদশার ইচ্ছে নয়। তিনি ফকিরের মত অতি সামান্ত পান
 আহারেই তুষ্ট, যেমন অন্ত কোনও বিষয়ে বিলাসিতা আদৌ নাই,
 পান আহারেও তেমন কিছুমাত্র বিলাসিতা নাই। তিনি বলেন
 তিনি ফকির, ভাল খাওয়া পরা তাঁর সাজে না।

আ। দিল্লীখর ফকির! এ কথা নূতন বটে।

বে। নূতন হ'লেও সত্যই তিনি ফকিরের মত থাকেন। যাঃ তোঁর
 সঙ্গে কথা কইতে কইতে ভাই, আমার হাত পুড়ে গেল।

আ। তা বেশ হয়েছে, আমি বাদশাকে বলবো যেন একটা বাদী রেখে
 দেন—সেই রাঁধবে—অন্ততঃ যতদিন না তোঁমার হাত ভাল হয়।
 এই যে বাদশা এই দিকেই আসছেন।

ফকির বেশে বাদশার প্রবেশ

বা। আমার খাবার তৈরি হ'তে কত দেরি সেলিমা? এই যে আমিনা
 কতক্ষণ?

আ। জাঁহাপনা, এই কতক্ষণ এসেছি। অধিনীর অপরাধ যদি ক্ষমা
 করেন তবে একটা কথা বলি।

বা। সচ্ছন্দে বল।

আ। লোকের মুখে শুনি বটে দিল্লীখর ফকির, আজ তা স্বচক্ষে দেখলাম।

তিনি এত গরীব তা জানতেম না। সাধারণ লোকে যা খায়, দিল্লীখরের দেখ্‌চি তা'ও জোটে না। তার পর আমার বোনকে দেখ্‌ছি রাঁধতে হয়—সে তাতে সুখী বই অসুখী নয়। এতক্ষণ সেই কথাই হচ্ছিল, সে তাই চায়। বা'হক আজ সে রাঁধতে রাঁধতে হাত পুড়িয়ে ফেলেছে, ছ চার দিনের জন্ত একটা বাঁদী রাখলে হয় না, রেঁধে দেবে ?

বা। বাঁদী রাখবার ক্ষমতা কই আমিনা ? আমার কি আছে ? সেলিমার যদি হাত, পুড়ে গিয়ে থাকে আমি নিজেই না হয় ছ চার দিন রাঁধবো।

বে। জাঁহাপনা, আমিনা আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছিল—আমার হাত তেমন পোড়েনি। আমি বাঁদী থাকতে অল্প বাঁদী রেঁধে আমার বাদশাকে খাওয়াবে এ আমার প্রাণে সহিবে না।

বা। শুন্দলে আমিনা ? আমি ফকির হ'লেও সেলিমা আমার হৃদয় রাজ্যের বেগম কেন ? দেখলে কেন সে আমার বশ ক'রে রেখেছে ?

আ। (স্বগত) ধন্ত এদের ভালবাসা—এরাই সুখী। আর আমি ? আমার ঐশ্বৰ্য্যের অভাব না থাকলেও স্বামী আমার বশ নয় আমি স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা ! যে স্বামী প্রেমে বঞ্চিতা তার আবার সুখ কোথায় ?

বা। আমিনা কি ভাব্‌ছ ?

আ। কিছু নয়, আপনাদের কথাই ভাবছিলাম। আপনাদের মত সুখী প্রাণী আর দুটি আছে কি না তাই ভাবছিলাম। জাঁহাপনা তবে এখন আসি—সেলিমা, চল্লম বোন।

- বা। আমার মনে হয় আমিনা সুখী নয়। সে হেসে খেলে বেড়ায় বটে, কিন্তু তার মনের ভিতর যেন কি একটা গভীর দুঃখ রয়েছে।
- বে। জাঁহাপনা, আমিনা সত্যই বড় অসুখী, সে স্বামীপ্রেমে বঞ্চিত।
- বা। কেন? আমার খাঁ কি তাকে ভালবাসে না? আমিনা ত রূপে গুণে সমান তবে কেন তার স্বামী তাকে ভালবাসে না?
- বে। তার স্বামী অগ্র নারীর প্রেমে আসক্ত।
- বা। আচ্ছা, আমি আমার খাঁকে শাসন করে দিব সে যেন তার স্ত্রীকে অযত্ন না করে।
- বে। জাঁহাপনা, অপরাধ মাপ করবেন। সে ত তার স্ত্রীকে অযত্ন করে না—ভাল খেতে, ভাল পরতে দেয়। কিন্তু গহনা বস্ত্র দেওয়া এক আর ভালবাসা এক। আপনার কথায় কি সে তাঁর স্ত্রীকে ভালবাসবে? জোর করে কি ভালবাসান যায়? আপনার ভয়ে সে আমিনাকে মুখে আদর যত্ন করবে, কিন্তু মুখের আদরে আর প্রাণের ভালবাসায় অনেক প্রভেদ।
- বা। ঠিক বলেছ সেলিমা, মুখের আদর ও প্রাণের ভালবাসায় অনেক প্রভেদ। তবে কেন লোকে বাবাজনাব প্রেমে আসক্ত হয়? সেখানে কি প্রাণের ভালবাসা পায়?
- বে। জাঁহাপনা সকল পুরুষই যদি আপনার মত প্রকৃতির হ'ত, তা' হ'লে পৃথিবী স্বর্গ হ'ত—কত অসংখ্য নারীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও মর্দ্যঘাতনা বন্ধ হ'য়ে যেত। এখন চলুন আপনার আহাির প্রস্তুত।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন্ধার—গঙ্গার তীর ।

রাণী চন্দ্রাবতী ও দাসীগণ ।

১ম দা । রাণী মা, দেখুন আজ গঙ্গার তীরে কি শোভা হ'য়েছে, এত ভোরে দেখুন কতলোকে স্নান কচ্ছে, আবার কত বা স্নান ক'রে ফিরে যাচ্ছে । কত লোক পূজা করছে, ভগবানের নাম জপ করছে । আহা আজ আমরা ধন্ত হ'লেম । রাণী মা, এই জায়গাটা একটু নিরিবিাল আছে, এইখানে স্নান করুন ।

বা । তা' করছি, কিন্তু তোমাদের সাপথান ক'রে দিচ্ছি, এখানে আমার বাণীমা ব'লে ডেকো না—লোকে জানতে পারবে, ক্রমে রাজার কানেও উঠবে । জান রাজাকে না বলে আমরা লুকিয়ে এখানে স্নান ক'রতে এসেছি । সকলেই বিজয়োৎসবে মগ্ন, আমরা শেষ রাতে চুপি চুপি এখানে এসেছি । শীঘ্র স্নান ক'রে, চল ভোর ঠাক্তে ঠাক্তে বাড়ী ফিরে যাই । (একজন দাসীর প্রতি) তুমি কাপড় চোপড় নিয়ে এইখানে দাঁড়াও, আমরা স্নান ক'রে এলে পরে বেও ।

(ঐ দাসী ব্যস্তত সকলের স্নানে গমন, কতিপয় স্ত্রীলোক স্নান

করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় রাণীকে লক্ষ্য করিয়া

বলিতে লাগিল "আহা বাট আলোক'রে রয়েছে,

ও কে ? কোনও বড় ঘরের ঘবনী হ'বে ।")

সাকিনার প্রবেশ

- সা। এত ভোরে এক ধারে এই নিরিবিলি জারগায় স্বান কবছে, ওই নিশ্চয় অর্গলের রাণী। এই যে এই দাসীকে জিজ্ঞাসা কবি না, তা হ'লেই সন্দেহ মিটে যাবে। (দাসীর প্রতি) বাছা তুমি নিশ্চয় কোন বড় ঘরের মেয়ে, তা' তোমার দাসীরা কি এখনও কেউ আসে নি? তাই বুঝ তুমি কাপড় নিয়ে তাদের জন্ত অপেক্ষা করছো?
- দা। (দৃষ্টান্তে স্বগত) তবে নাকি আমার ছিরি নাই, আমার দেখে বড় ঘরের মেয়ে মনে করেছে। তা করবেই ত, গরীব বলে না হয় পবেব দাসী হ'য়েছি, তা বলে ত চেহারাটা মন্দ নয়।
- সা। হ্যাঁগা বাছা চুপ করে রইলে যে? তোমার দাসীরা কি এখনও আসে নি? তুমি কোন বড়ঘরের মেয়ে গা?
- দা। কা'কে বলছো আমাকে? ও মা কোথা যাব। না গো আমি ভদ্রঘরের মেয়ে বটে, তবে গরীব ব'লে পরের দাসী হ'তে হয়েছে।
- সা। তুমি দাসী! না বাছা তুমি ঠাট্টা করছো। আমার কি চোখ নাই! দাসীর কি এমন চেহারা হয়?
- দা। (স্বগত) তা ত বটেই, মিন্‌সে ত বলেই আমার চেহারাটা মন্দ নয়। এখন দেখছি মিন্‌সে নেহাত মন বোগাসে কথা বলে না। (প্রকাশ্যে) না বাছা আমি সত্যি দাসী।
- সা। না বাছা আমার ত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তুমি নিশ্চয় নিজেকে গোপন করছো। আচ্ছা কা'র দাসী জিজ্ঞেস করতে পারি কি?
- দা। না বাছা সে কথা বলতে বারণ।
- সা। বারণ থাকে বলোনা, আমারও শোনবার স্বরকার নেই, তবে তোমার দেখলে দাসী ব'লে মনে হয় না। কোনও দাসী বলেই মনে হয়।

- দা। (স্বগত) আঁা সতি? (প্রকাশে) বাছা তুমি ভুল ক'রেছ আমি রাণী নই, রাণী ঐ চান করচেন। (জীব কাটির) যা: কি কবলেম, বলে ফেল্লেম!
- সা। তবে কি তুমি অর্গলের রাণীর দাসী? উনি কি অর্গলের রাণী? তাই ত বলি, নইলে কি এমন হয়? যেমনি রাণীর রূপ, রাণীর দাসীরও তেমনি রূপ।
- দা। বাছা, আমি হঠাৎ বলে ফেলেছি উনি রাণী, অর্গলের রাণী এ কথা কিন্তু আমি বলিনি, তুমি নিজেই ঠাউরে নিয়েছ, তা' বাছা একথা আর কাউকে ব'ল না, বলতে বারণ।
- সা। ছি: তা ও কি বলতে হয়। তবে আমি এখন চমুম। (স্বগত) এ থবর পেলে বাবা যে কি খুসী হবেন তা বলা যায় না। অর্গল রাজ, তুমি বাবাকে পরাজিত ক'রে যে অপমান ক'রেছ, আজ তা'ব প্রতিশোধ পাবে।

(প্রস্থান)

- দা। তা আমার কি দোষ? আমি ত আর বলিনি অর্গলের রাণী! যাহ'ক ভদ্রলোকের মেয়ের কথা বড় মিষ্টি, আর চোখের দিষ্টিও খুব বলতে হ'বে। দেখেই আমাকে রাণী ঠাউরেছে! তবু খেটে খেতে হয়, চেহারার কি যত্ন আছে। যদি খেটে খেতে না হ'ত ভাল খেতে পরতে পেতেম তা হ'লে চেহারা আরও খুলতো। এতেই কত ভদ্রলোকেরা চেয়ে চেয়ে দেখে, কত কথা জিজ্ঞেস করে। ঐ যে রাণী মার চান হ'য়ে গেল কাপড় চোপড় ছেড়ে আসছেন।

রাণী ও দাসীগণের বস্ত্র পরিবর্তন পূর্বক পুনঃ প্রবেশ

- দা। দাও আমার ওড়না ধানা দাও আমি ততক্ষণ পূজা সেয়ে নিই। তুমি নেয়ে এস, দেরি ক'রোনা যেন।

দা। না মা দেরি হবে না, এই একটা কি দুটো ডুব দিয়ে এখনি আসবো এসে একটা মজার কথা বলবো।

(প্রস্থান)

দাসীগণ পরিবেষ্টিত হ'য়ে রাণীর পূজায় উপবেশন ও একটু পরে

কতিপয় সৈন্যসহ জাফর খাঁর প্রবেশ

জা। সৈন্যগণ, ঐ অর্গলের রাণী—শীঘ্র বন্দিনী কর।

দাসীগণ। (ভয়ে চীৎকার) ওমা কি সর্কনাশ, কি হ'বে গো। মা কেন এখানে এসেছিলে। ওমা কি হবে, কোথায় যাব!

শ। (একটা উচ্চ প্রস্তর খণ্ডের উপর উঠিয়া ধীরে ও নির্ভয়ে) ভয় কি তোমাদের। অর্গলের রাণীকে বন্দিনী করে সাধ্য কার। তোমরা সকলে আমার পাশে দাঁড়াও, দেখি কে আমার গায়ে হাত দেয়। প্রাণ থাকতে আমার স্পর্শ করে এমন সাধ্য কার?

জা। সৈন্যগণ, আদেশ পালন কর, রাণীকে বন্দিনী কর।

(একজন সৈনিকের অগ্রসর,)

রা। খবরদার! (সৈনিককে কোথা ছুঁড়িয়া কপালে আঘাত ও রক্তাক্ত কলেবরে তাহার হটিয়া আসা, জাফরের প্রতি) ভীকু। কাপুরুষ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমার স্বামীর কাছে পরাজিত হ'য়ে, এখন নিরস্ত্র নারীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে এসেছ? ষিক শত ষিক। এই কি তোদের বীরত্ব আমার স্বামীর তেজ দেখেছিস্ এখন আমার তেজ ছাধ্— অর্গলের রাণী ভয় কা'কে বলে জানে না। আমি মরতে প্রস্তুত আছি। যদি বীর হ'স একথানা তলোয়ার আমার দে—রাজপুত নারীর বীরত্ব তোদের একবার দেখাই, রাজপুতের বীরত্ব ত তোরা অনেকবার দেখেছিস্, আজ রাজপুত রমণীর বীরত্ব স্বচক্ষে ছাধ্— যে একথানা তলোয়ার দে।

জা। সৈন্যগণ অগ্রসর হও—উন্মাদিনীকে বন্দি কব।

সৈন্যগণেব অগ্রসব

রা। পাপাস্বাগণ, সাবধান, নিবস্ত্র রাজপুত নারীর গায়ে হাত দিসনে।
(উঁচুঃস্বরে) হায়, এখানে কি একজন রাজপুত নাই যে রাজপুত জননী, রাজপুতস্ত্রী, রাজপুত ভয়ীর সম্মান রক্ষা করে? যদি থাক এম, অর্গলের রাণীর সাহায্য কর—দাও একখানা অসি কেউ এনে দাও আমার বাজের পবিবর্ত্তে একখানা অসি এনে দাও, দেখি পাপাস্বারা কেমন আমায় স্পর্শ ক'রতে পারে।

(নেপথ্যে “রাণী নাই কি জয়, ভয় নাই রাজপুত থাকতে আপনাব
কেশাগ্র স্পর্শ করতে কেউ পারবে না”—লাঠি ও তরবারি
লইয়া কতিপয় রাজপুত সহ অভয়চাঁদ ও নির্ভয়চাঁদের
বেগে প্রবেশ ও রাণীকে ঘেরিয়া দাড়াই—উভয়
পক্ষে ঘোব যুদ্ধ ও কিয়ৎক্ষণ পরে
অভয়চাঁদের পতন)

অ। ভাই নির্ভয়, আমি স্বর্গে চল্লম, দেখো রাণীমাকে রক্ষা ক'রো।

নি। ভাই চল্ল, যাও, পরে তোমার জন্য কাঁদবো এখন কাঁদবার সময় নাই
আগে প্রতিশোধ নিই।

রা। (অভয় চাঁদের অসি গ্রহণ করিয়া) বাছা রাজপুত জননীর জন্য প্রাণ
দিবে স্বর্গে যাচ্ছ, ক্রুতজ্ঞতা জানাবার এখন সময় নাই, তুমি বীব,
তোমার অসির অপমান হবেনা নিশ্চয় জেনো। জয় দেখি
পাপাস্বারা এইবার অগ্রসর হ' দেখি। (কতিপয় সৈন্যের অগ্রসব
হওন ও রাণী এবং নির্ভয়চাঁদ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়নোত্তত,
নেপথ্যে “হর হর হর” শব্দে সৈন্তগণ সহ অর্গলরাজের প্রবেশ ও ঘোরতর
যুদ্ধ, জাকরখা ও সৈন্তগণের পলায়ন)

বাজা। ভীৰু ছুচু প্রাণ নিয়ে পলায়ন কর তোকে আর শাস্তি কি দিব, এই অপমানই তোব বখেষ্ট শাস্তি। রাণী, তুমি আমার না বলে আসাতে দেখ দেখি কি বিপদেই ফেলে ছিলে! একজন রাজপুত ঘোড় সওয়ার তীরবেগে গিয়ে আমার খবর দিয়েছিল, তাই ত তোমায় বন্ধা করতে পারলেম, নতুবা তোমায় ত আজ হারাতেম।

রাজা। প্রভু, অপবাধ মার্জনা করুন। এমন যে বিপদ হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করলেম, স্বামীকে না জানিয়ে কোনও কার্য ক'রবো না।

বা। তোমাব উপরে প্রথমে অসন্তুষ্ট হয়ে ছিলাম বটে, কিন্তু আজ তোমাব বীৰত্ব দেখে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে বলা যায় না।

বা। সিংহের স্ত্রী সিংহীই হ'য়ে থাকে শৃগাল কখনও হয় না। এখন আমার একটি কথা। এই দুই ভাই—অভয়চাঁদ ও নির্ভয়চাঁদ ও তাহাদের সহচরগণ না থাকলে আমার রক্ষা কিছুতেই হ'ত না। অঃয়চাঁদ রাজপুত মাতাব জন্তু প্রাণ দিয়েছে, তাঁর সৎকাবেব ব্যবস্থা করণ আব নির্ভয়চাঁদকে যথোচিত পুস্কাব দিন!

বাজা। বাজপুত ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, আজ যে তোমরা আমার উপকাব কবলে এব পুরস্কার নাই—তোমরা আমার চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধেছ। এস প্রাণ খুলে কোলাকুলি করি।

নি। বাজপুত পুস্কাবেব লোভে যুদ্ধ করেনি, অতএব পুরস্কারেব কথা ফুলে তাদের লজ্জা দিবেম না। রাজপুত রাজ্যের লক্ষ্যে রক্ষা করে তা'বা রাজপুত ধর্ম রক্ষা ক'রেছে মাত্র, এতে কৃতজ্ঞতা'ব বিধর কি আছে?

বাজা। একি নির্ভয়চাঁদ, তোমার মাথায় আঘাত লেগেছে নাকি? সর্বাঙ্গ বে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। চল অভয়চাঁদের মৃতদেহ অঞ্চপৃষ্ঠে অর্গলে

নিয়ে চল সেখানে বীরের সমুচিত সৎকার করতে হ'বে। আর নির্ভরটাকে ডুলি ক'রে অতি যত্নে নিয়ে এস, তা'র চিকিৎসা ও সেবা আবশ্যিক।

(“জয় অর্গল রাজের জয়” বলিতে বলিতে সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লি—বাদশার সভা

বাদশা, আমীর খাঁ, ওস্‌মান খাঁ, মহম্মদ খাঁ প্রভৃতি।

একজন প্রহরীর প্রবেশ

প্র। জাঁহাপনা, অর্গল রাজের কাছ থেকে একজন দূত এসেছে, আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।

বা। আসতে বল।

(প্রহরীর প্রস্থান)

অর্গল রাজ কেন দূত পাঠিয়েছে তোমরা কি কেউ অহুমান করতে পার? সন্ধির প্রস্তাবে নিশ্চরই নয়। কারণ সেদিনের যুদ্ধে জাকর খাঁকে পরাস্ত ক'রে আশার অসংখ্য বীর সৈন্য নাশ ক'রে সে সন্ধির প্রস্তাব করবে, তা কখনও সম্ভব নয়। জাকর খাঁর পরাজয় লজ্জার কথা, কিন্তু এ অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হ'বে, অর্গল রাজকে দমন করতেই হ'বে, নষ্টলে দিল্লীর আঁ একেবারে নষ্ট হ'রে যাবে, কর্তা রাজারা একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে।

দূতের প্রবেশ ও অভিবাদন পূর্বক পত্র প্রদান

বা। (পত্রপাঠ) দিল্লীস্থর, জানিতাম আপনার সেনাপতি জাফরখাঁ বীর, কিন্তু অসহায় জীলোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি বীরের কার্য? সে দিন অর্গলের রাণী কতিপয় দাসীর সহিত বন্ধারে গন্ধান্নান করিতে গিয়াছিলেন, আপনার বীর সেনাপতি জাফরখাঁ কোনও রূপে সন্ধান পেয়ে, তাঁহাকে বন্দি করিবার জন্য কতিপয় সশস্ত্র সৈন্য লইয়া সেখানে গমন করে, জন কয়েক বাজপুত বীরের সহায়্যে বাণী আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন, পরে আমি জন কয়েক অশ্বারোহী সৈন্যসহ সেখানে রাণীকে উদ্ধার করিতে যাই। জাফরখাঁ পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করে। তাই সেদিন তার সমুচিত শাস্তি দিতে পারি নাই। অতএব আপনার নিকট নিবেদন, যেন এবার যে দিন যুদ্ধ হ'বে অপর কোনও সেনাপতিকে না পাঠাইয়া জাফরখাঁকে পাঠান—কারণ হিসাব নিকাশ এখনও হয় নাই।

গৌতম সিং

(দূতের প্রতি) আচ্ছা যাও এ চিঠির উত্তর পরে পাঠিয়ে দিব।

(দূতের প্রস্থান)

চিঠি শুনলে? তোমাদের মতামত কি?

আ। জাঁহাপনা, অর্গল রাজের ঔদ্ধত্য অসহ—তাঁকে শাস্তি দেওয়া আবশ্যিক।

ওস। জাঁহাপনা, জাফরখাঁ যদি রাণীকে বন্দি করতে পারত, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি? রাজা ত আমাদের হাতে আসতো। জাফরখাঁ মতলব ক'রেছিল মন্দ নয়।

হ। জাঁহাপনা, আমার মতে ঐ কার্য অতি অন্যায় হ'য়েছে। জাফরখাঁ কাপুরুষের মত কাব ক'রেছে, অসহায় জীলোককে বন্দি করার চেষ্টা বীরের কাৰ্য নয়।

- বা। ঠিক বলেছ মহম্মদ খাঁ, আমারও ঠিক ঐ মত। আমি জাফরখাঁকে জ্রীলোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠাইনি—সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে সে অসহায় জ্রীলোককে বন্দিনী করতে চেষ্টা করার সে আমাদের সকলের মাথা নীচু ক'বেছে। সে সেনাপতি পদের অযোগ্য, আজ থেকে তাকে পদচ্যুত করলেম। আর তার জায়গায়, মহম্মদখাঁ আমি তোমায় সেনাপতি করলেম। তোমার বীরত্ব আছে জানতেম, আজ দেখলেম তোমাব প্রকৃত মনুষ্যত্ব আছে। আশা করি তুমি পদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে।
- মহ। জাঁহাপনা, এই আশাতীত সম্মানের জন্য কি ক'রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রবো জানিনা। পদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবো কি না একথা এখন বলতে পারিনা। যদি পারি কার্যক্ষেত্রে তা'ব পরিচয় দিতে চেষ্টা ক'রবো।
- বা। আমি কথা চাই না, কায চাই। মনুষ্যত্বের পরিচয় কায়ে—কথায় নয়।
- মহ। জাঁহাপনা যদি হুকুম হয়, অর্গলরাজের রণপিপাসা একবার মিটাই ও জাফরখাঁর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিই।
- বা। কিছুক্ষণ পূর্বে প্রতিশোধ বাসনা আমারও প্রবল ছিল, কিছুক্ষণ পূর্বে তোমাদের বলেছি প্রতিশোধ নিতেই হ'বে। কিন্তু এখন আর সে বাসনা নাই। অর্গল রাজের চিঠির উত্তর বেক্রম ভাবে দিতে হ'বে বলছি লেখ—“অর্গলরাজ, আমি জাফরখাঁর কার্যে বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত আছি এবং তার কাপুরুষতার জন্য তাকে পদচ্যুত করিয়াছি। আপনার ও আপনার রাণার বীবন্দের মুক্তি হইয়াছি, আপনার সহিত আমার আর শত্রুতা করিবার ইচ্ছা নাই, মিত্রতা পাশে বন্ধ হইতে ইচ্ছুক। আশা করি ইহাতে আপনার আপত্তি থাকিবে না।”

দাও নাম সহ ক'বে দিই। এই চিঠি শীঘ্র পাঠিয়ে দাও।

মহ। দিল্লীর বাদশার ক্ষমাগুণ ও উদারতা জগতে চিরকাল ঘোষিত হ'বে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাব ইচ্ছা ছিল অর্গল বাজের রণপিপাসা একবার মিটাই।

আ। জাফরখাঁ পবাজিত হ'য়েছে বলে যে সামান্য অর্গল রাজকে বশীভূত কবতে আমবা অক্ষম, একথা কেউ বলবে না। দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা অসীম, সৈন্য অসংখ্য—শত অর্গল বাজও তাঁহার কিছুই করতে পারে না, কিন্তু এই অসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও জাঁহাপনার এই উদারতায় আমবা স্তম্ভিত হ'য়েছি। এ আদর্শ জগতে বিরল।

বা। অনর্থক রক্তপাতে লাভ কি? আমি জয়লাভ করতে সক্ষম জানি কিন্তু কত বীর চির নিদ্রিত হবে, কত পুত্র পিতৃহারা হ'বে, কত সতী সাধ্বী বিধবার মর্শবেদনা ও কত পিতা মাতার কাতর ক্রন্দন, দিল্লীশ্বরের ঈশ্বর জগৎ পিতার নিকট পৌছবে। সেকথা মনে হ'লে শ্রাণ শিউবে ওঠে—না না তার চেয়ে আত্মাভিমান ত্যাগ কবা ভাল। হে আল্লা, পরের সুখ শাস্তি বৃদ্ধি করবার ক্ষমতা দাও শোক তাপ বৃদ্ধি করবার ক্ষমতা হরণ কর।

(পটরেপ)

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ - নিদ্রিতাবস্থায় নির্ভয় চাঁদ।

কক্ষের সম্মুখে বারাণ্ডায় অর্গলের রানী, তারা ও পরিচারিকা।

রা। নির্ভয় চাঁদের অবস্থা কেমন? কবিরাজ বলেছেন যদি ভাল নিদ্রা হয় তবে মজল—খুব সাবধানে রাখতে হ'বে। মা তারা, তোমার উপর

শুক্রবার তার দিয়েছি দেখ মা কোন রকম যত্নের ঘেন ক্রটি না হয়
জান হ'য়েছিল কি ?

বা । না হুদিন অঘোরে পড়ে আছেন একবারও চেতনা হয় নি প্রলাপের
কোঁকে মধ্যে মধ্যে “রাণী মাই কি জ্বর” বলে চিৎকার ক'রে উঠেন ।
রাণী । ভগবান নির্ভয় চাঁদকে রক্ষা কর ! ওরা দু ভাই আমার বাঁচিয়েছে,
অভয় চাঁদ স্বর্গে চলে গেছে, নির্ভয় চাঁদ জীবন ও মরণের সন্ধি স্থলে,
যে কোনও রকমে তাকে বাঁচাতে হবে—দেখো মা যেন কোনও
রকম ক্রটি না হয়—আমি এখন চল্লুম ।

(প্রস্থান)

তারা । আমাদের যত্নের ক্রটি হ'বে না, কিন্তু—

প । ও কি দিদিমনি শিউরে উঠলে যে ?

তা । না, ও কিছু নয় । আচ্ছা তুমি ত মার কাছেই ছিলে, ঘটনাটা
আমায় সংক্ষেপে বল দেখি ।

প । দিদিমনি, সে কথা বলতে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়—যখন আকরখাঁর
সৈন্যরা এসে আমাদের ঘেরাও করলে, আমরাই হাঁট মাঁট ক'রে
চীৎকার ক'রে উঠলেম, কিন্তু রাণীমার সে রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখে
মনে হ'ল যেন সাক্ষাৎ মা জগদম্বা এসে দাড়িয়েছেন ।

তা । রাজপুত নারী আত্ম সম্মান রক্ষা করতে জানে, ভয় কাঁকে বলে
জানে না । তার পর ?

প । তারপর মা বলেন “এখানে কি এমন রাজপুত কেউ নাই যে রাজপুত-
জননী, রাজপুত-ভগ্নীর সম্মান রক্ষা করে ।” এই কথা বল্বামাত্র
অভয়চাঁদ, নির্ভয়চাঁদ ও আরও জন কয়েক রাজপুত “রাণী মাইকি
জ্বর” বলে চীৎকার ক'রতে ক'রতে লাগি ও তলোয়ার হাতে ক'রে
এসে মাকে ঘিরে দাঁড়াল—ভয়ানক বুদ্ধ বাধ'লো, অভয়চাঁদ আহত

হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন, নির্ভয়চাঁদ অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করতে লাগলেন—অমন যুদ্ধ কখনও দেখিনি। কিছুক্ষণ পরে রাজা এসে আমাদের উদ্ধার করলেন। রাণীমার সাহস দেখে শত্রুরাও চমকে গেছলো। এই দুই ভাই না থাকলে সে দিন রাণীমা নিশ্চয়ই বন্দিনী হতেন।

তা। ধন্য বীর! এঁদের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ থাকবো, কিন্তু কি ক'রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো?

প। দিদিমণি, যদি রাগ না কব ত বলি—নির্ভয়চাঁদ আরাম হ'লে তাঁকে বে ক'রে ফেল, তা হলেই সব চেয়ে ভাল রকম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হ'বে।

তা। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) তা কেমন ক'রে হ'বে?

প। আচ্ছা দিদিমণি, সত্যি কথা বল তো তোনার ওঁকে বে করতে ইচ্ছা আছে কি না?

তা। বা—এখন ঠাট্টাব সময় নয়—ভগবান যদি ওঁকে রক্ষা করেন তবেই—

প। বিয়েটা হয়।

নি। (ক্ষীণ স্বরে) একটু জল—

তার। (আফ্লাদে) এই যে জ্ঞান হ'য়েছে! (জলদান)

নি। আমি কোথায়? রাণীমা কোথা? রাণীমাকে কি বন্দিনী করেছে (উঠিবার চেষ্টা)

তা। উঠিবেন না—রাণীমাকে বন্দিনী করতে পারে নাই, তিনি ভালই আছেন।

নি। আমি কোথায়? আপনি কে? রাণীমা কোথায়?

তা। (পরিচারিকার প্রতি) মাকে পাঠিয়ে দাও (পরিচারিকার প্রস্থান)

আপনি আমাদের বাঁধীতে আছেন। আমি অর্গল রাজের কণ্ঠা তার।

নি। আপনি অর্গল রাজের কন্যা? না না আপনি কোনও দেবী। আমি স্বপ্নে দেখতাম ঐ দেবী মূর্তি আমার শিয়রে বসে সেবা করছেন—আমি সমস্ত জালা যন্ত্রণা ভুলে যেতাম।

তা। আপনি বেশী কথা কইবেন না, আপনি এখনও অত্যন্ত দুর্বল।

নি। দুর্বল বটে, কিন্তু আমার সেই সুখস্বপ্ন যে জাগ্রত অবস্থায়ও রয়েছে এ কি রকম, বুঝতে পারছি না।

রাণী ও দাসীর প্রবেশ।

রা। এই যে বাবা নির্ভয়চাঁদ, ছ দিন পরে মা দুর্গতিনাশিনী দুর্গার রূপায় তোমার জ্ঞান হ'ল! এখন কেমন আছ বাবা?

মি। মা আপনাদের রূপায় ভালই আছি। আপনারা আমার প্রাণ দান দিলেন, এ কৃতজ্ঞতা কেমন ক'রে জানাব মা?

রাণী। বাবা তুমি আমার রক্ষা ক'বেছ, তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার আবশ্যক নাই। তুমি বেশী কথা ক'ওনা একটু বিশ্রাম কর। আমি কবিরাজকে একবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

দিল্লী—মুন্নার বাটী।

মুন্না।

মু। যদি বাদশাকেই না বশ করতে পারলেম তবে রূপের অহঙ্কার কিসের জন্ম? এ রূপ দেখে কি বাদশা বশ হবেন না? কেন বেগম কি আমার চেয়ে সুন্দরী? আমার চেয়ে সুন্দরী দিল্লীতে আর কেউ

আছে না কি? বেগমকে একবার দেখতে হ'বে, জানতে হ'বে সে কোন গুণে বাদশাকে বশ করেছে। যদি সে আমার চেয়ে রূপসী হয়, কণ্টক দূব করতে হবে। বাদশার উপর যাতে বেগমের অবিশ্বাস হয়, আর, বেগমের উপর যাতে বাদশার অবিশ্বাস হয় সেই চেষ্টা করতে হ'বে। তাব উপায়ও স্থিব ক'বেছি। বাদশা কোরাণের ভাল ভাল উক্তি স্বহস্তে লিখে বিক্রি কবেন। তাই দেখে তাঁর সুন্দর হস্তাকর নকল ক'রে এই জাল চিঠি লিখেছি —

“প্রাণেব মুন্না,

যে দিন থেকে তোমার মধুর গান শুনেছি এবং তোমাব ঐ প্রাণোন্মাদী রূপ দর্শন ক'রেছি, সেই দিন থেকে আমার সব শাস্তি নষ্ট হ'য়েছে, রাজ্য কার্য্য ভুলেছি, এমন কি আমার প্রেমসী বেগমকেও ভুলতে বসেছি। কেন তুমি আমার শাস্তি নষ্ট করলে? যদি আমার মজালে, তবে তুমি আমার হ'তে চাও না কেন? বল আমার হবে? তুমি যা' চাও তাই দিব। বেগমকে ত্যাগ করতে বল ত তা'ও করবো।

তোমার প্রেমাকাজ্ঞী,

নসিরুদ্দিন

এই চিঠিখানা নিজেই বেগমের কাছে নিয়ে যাব, দেখে আসবো সে কেমন রূপসী—আর আমিও কেমন রূপসী তাকে দেখিয়ে আসবো তা হলে তা'র বিশ্বাস হতে পারে বাদশা আমার প্রেমে মুগ্ধ। আর এই চিঠিখানা বাদশাকে পাঠাতে হ'বে।

আঁহাপনা,

বেগমের উপর একটু নজর রাখবেন, অত বিশ্বাস ক'রবেন না—
তাঁর গুণ প্রণয়ীকে যে প্রেম পত্র লিখেছেন তাহা ভাগ্যচক্রে

আমার হস্তগত হ'য়েছে। যদি অভয় দেন তবে নাম প্রকাশ ক'রতে পারি। আমার নামও আপাততঃ প্রকাশ ক'বতে পারলেম না, আবশ্যক হ'লে পরে জানাব।”

দেখি, এই মতলব কতদূর সফল হয়। আবদুল—

আবদুলের প্রবেশ।

আ। হুকুম হয়।

মু। দেখ আবদুল, খুব সাবধানে এই চিঠিখানা কোনও রকমে বাদশাকে দিতে হ'বে, দেখো যেন তিনি না জানেন কে চিঠি পাঠাচ্ছে। বুঝলে ত ?

আ। বেশ বুঝেছি, হুকুম তালিম হ'বে।

(প্রস্থান)

মু। যাই, আমিও একবার বেগম সাহেবকে দেখে আসি। শয়তান, আমার সহায় হও, আজ হয় বেগমের কপাল ভাঙবো, না হয় আত্মহত্যা করবো। এতদিন রূপের গরবে গরবিণী ছিলাম, কিন্তু সে রূপের গর্ব খর্ব হ'য়েছে, বাদশাকে যদি বশ করতে না পারলেম তবে আর এ রূপে আবশ্যক কি ? এ অপমান সহ্য ক'রে আর বাঁচতে সাধ হয় না। মনে করতেন এমন পুরুষ নাই যে নারীর রূপে ভোলে না ; কিন্তু এখন দেখছি আমার সে ভ্রম—বাদশা ত কই আমার রূপে মুগ্ধ হলেন না ? তবে এখনও আশা আছে, তিনি পাপকে ঘৃণা করেন, পাপীকে ঘৃণা করেন না। তবে আমার কেন ঘৃণা করবেন ? যদি একান্তই করেন, তবে এ ঘৃণিত জীবনে ফল কি ? আচ্ছা, বেগমের সর্বনাশ করতে যাচ্ছি কেন ? হিংসা—রমণীর হিংসা দারুণ বিষ—সে বিষে সে

নিজে জলে মরে, এবং অপরকে জ্বালায়। আজ আমি অকুলে
ঝাঁপ দিতে বসেছি, কোথায় যে ভেসে যাব জানি না। কুল
পাব কি? এ কি আমার প্রাণ কেঁপে উঠল কেন? কে যেন
অভয় দিয়ে বলছে ভয় নাই কুল পাবে। যাই দেখিগে কি হয়।

(প্রস্থান)

পবিত্র দৃশ্য।

বেগমের কক্ষ।

বেগম

গীত

প্রাণে প্রাণে বাঁধা মোরা প্রেম-বাঁধনে,

সুখে চঃখ চিরসাথী মোরা হুজনে।

ভালবাসি প্রাণভরে, সেও ভালবাসে মোরে

সে যে কায়া আমি ছায়া জীবনে মরণে।

বে। বলেছিলেন আজ শরীরটা ভাল নাই, একটু সকাল সকাল
আসবেন। তা ক'ই এখনও ত এলেন না? রাজকার্যের জন্ত
নিজের শরীরের দিকে একটুও লক্ষ্য নাই। সাধারণ লোকে যে টুকু
বিশ্রাম ভোগ করে, দিল্লীর বাদশা তা' ভোগ করবার অবসর
পান না। এ রুধা নূতন বটে, কিন্তু নূতন হ'লেও, আমি জানি,
সত্য। একটু তাঁর সেবা ক'রবো, তা'ও আমার ভাগ্যে প্রায়
ঘটে না। আহা তিনি আমার কত ভাল বাসেন। আমি তাঁর
দাসীরও যোগা নই, তবু কত আদর, কত ভাল বাসা, কত যত্ন।
সার্থক আমার জন্ম এমন স্বামী পেয়েছিলেন। যা'রা স্বামী
সোহাগে বঞ্চিতা তা'দের ঐশ্বৰ্য্যে সুখ কি?

একজন পরিচারিকার প্রবেশ।

পা। বেগম সাহেবা, একজন পরমাসুন্দরী রমণী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে—বল্ছে বিশেষ দরকার।

বে। আমার সঙ্গে কি দরকাব? কে সে? এখনি বাদশা আসবেন, এখন কি করে দেখা করি। আচ্ছা আস্তে বলো—যেন বেশীক্ষণ না থাকে—বাদশার আসবার সময় হ'য়েছে।

(পরিচারিকাব প্রস্থান)

মুম্নার প্রবেশ

মু। (স্বগত) এই কি দিল্লীখরী! আমি মনে ক'রেছিলেম রত্নালঙ্কারে ভূষিতা কোনও বিদ্যুল্লতা বাদশার বেগম। কই, তা'ত দেখছি না। (প্রকাশ্যে) বেগম সাহেবা, যদি অপরাধ না নেন, তবে একটা বিশেষ গোপনীয় কথা আপনাকে নিবেদন করি।

বে। আপনি কে? আব আপনাব গোপনীয় কথাই বা কি? শীঘ্র বলুন, বাদশার আসবার সময় হ'য়েছে।

মু। আমি কে শুনলে আপনি ঘৃণা করবেন—কিন্তু না বল্লেও নয়। আমার নাম মুম্নাবাঈ—আমি বেগম—বাদশা আমাব রূপে মুগ্ধ—এই দেখুন প্রমাণ (পত্রদান)।

বে। (পত্র পাঠ করিয়া) এ বাদশার চিঠি কখনই হ'তে পারে না, এ জাল চিঠি, নকল সুন্দর হ'য়েছে স্বীকার করি, কিন্তু এ বাদশার চিঠি নয়। জানিনা তোমার মতলব কি, তুমি এখান থেকে যাও।

মু। এ বাদশার চিঠি নয়? কিসে জানলেন নয়?

বে। কিসে জানলেম? আমি বাদশাব হৃদয় জানি, তিনি তোমার মত শরতানি স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করেন না। তিনি আমাকে ছাড়া আর কাউকেও ভালবাসেন না, বাস্তবে পারেন না!

শ্রী। সকল স্ত্রীই ঐরকম ভাবে। পুরুষের প্রাণ ভোলান কথায় ভুলে অনেকেই ঐরকম মনে কবে। কিন্তু নারী সরলা, তাই পুরুষের কথায় ভোলে, জানে না যে তারা কত বিশ্বাস ষাতক। এই সরল বিশ্বাসেই নারীব সৰ্বনাশ হয়।

বে। অল্প পুরুষ ও বাদশাতে অনেক প্রভেদ। সূর্য্যের পশ্চিমে উদয় হওয়া সম্ভব, তারকা নিভে যাওয়া সম্ভব, অগ্নির শীতলতা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, কিন্তু বাদশার পবিত্র হৃদয়ে কলুষের ছায়া স্পর্শ অসম্ভব! তুমি যাও, তোমার কোনও কথা আমি শুন্তে চাই না। পাপে তোমার মন এত কলুষিত হয়েছে যে তুমি সকলকে তোমার মত মনে কব। কিন্তু বৃথা চেষ্টা—তোমাব ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে না—যাও, এখান থেকে যাও, কিন্তু পাপ গৃহে আর ফিরে যেওনা। পাপ পথ ত্যাগ কব, অন্নতাপ কর, তোমার আত্মার মুক্তির জন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা কব—আমিও প্রার্থনা করি আত্মা তোমার স্মৃতি দিন—যাও।

(মুদ্রার প্রস্থান)

বাদশার প্রবেশ

বা। কাব সঙ্গে কথা হ'ছিল, সেলিমা ?

বে। এক অভাগিনী কুলটার সঙ্গে ?

বা। কুলটার সঙ্গে দিল্লীখরীর কি প্রয়োজন ?

বে। আমার কিছু প্রয়োজন ছিল না। জানিনা সে কি উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সকল হয় নাই।

বা। কি ক'রে জানলে ? তার উদ্দেশ্য কি ছিল, তাই যখন জান না, তবে ভা সকল হয় নি বলছ কেমন করে ?

বে। আমি তা'র কথায় বিশ্বাস করি নাই, তাই অসুস্থ হই। তা'র উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

বা। কি কথা সেলিমা ?

বে। সে কথা মুখে আনলে পাপ হয়, ঐ চিঠি পড়ে রয়েছে, যদি জানতে একান্ত ইচ্ছা করেন পড়তে পারেন। কিন্তু জাঁহাপনা, পড়বার দরকার বোধ কবি না।

বা। পড়তে দোষ কি ? (পত্র গ্রহণ ও পাঠান্তে) সেলিমা, এ যে দেখছি আমারই লেখা।

বে। দাসীব সঙ্গে দিন্মাখরের উপহাস সাংজে না।

বা। উপহাস কিসে জানলে সেলিমা ?

বে। যিনি দয়া করে আমার হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন, যাকে আমি আমার সমস্ত প্রাণ সমর্পণ করেছি, তাঁর হৃদয়ের ভাব জানা কি কঠিন, জাঁহাপনা ?

বা। কঠিন না হ'লেও, এরূপ অটল বিশ্বাস আশ্চর্য্যজনক বটে।

বে। স্বামীর প্রতি যে নারীর অটল বিশ্বাস নাই, তার মত অভাগিনী কে আছে ?

বা। এই গুণেই ত দিল্লীশ্ববকে বশ করেছ। তুমি সেই অভাগিনীকে যা' বলছিলে তা' সব শুনেছি। আমিও তোমায় কিছু নূতন সংবাদ দিব। শুনছি নাকি বেগমের গুপ্ত প্রণয়ী আছে এই দেখ—

(মুন্সার পত্র দান)

বে। (পত্র পাঠান্তে) জাঁহাপনার কি বিশ্বাস হয় ?

বা। আমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা যদি তোমায় বিশ্বাস না হয় সেলিমা, তবে তোমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা আমারই বা বিশ্বাস হ'বে কেমন করে ? না সেলিমা, তোমার উপর আমার অসুস্থতা

সন্দেহ হয় না। আমি রহস্য করবো বলে তোমাকে চিঠি দেখাতে আসছিলাম, এমন সময় ঘরের ভিতবে তোমাদের কথাবার্তা শুনে একটু বাহিরে অপেক্ষা করলাম। তুমি সেই হতভাগিনীকে যা যা বলেছ সব শুনেছি, শুনে মুগ্ধ হ'য়ে গেছি, এত সরল বিশ্বাস, এত অটল বিশ্বাস কোথা থেকে পেলে সেলিমা?

বে। যেখানে প্রাণে প্রাণে মিলন হ'য়েছে, সেখানে সন্দেহের ছায়া আসতে পারে না। একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

বা। যা'ক এ রহস্যের কাণ্ড আমি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। মুন্না আমাকে রূপের মোহে মুগ্ধ করবার জল্প অনেক চেষ্টা ক'রেছিল। একদিন আরামবাগে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ স্ত্রীলোকের কণ্ঠে কাতর চীৎকার শ্রবণি উঠলো “কে আছ অবলাকে বক্ষা কর”। আমি ও আমার খাঁ দৌড়ে গিয়ে দেখি মুন্না থর থর করে কাঁপছে। কারণ জিজ্ঞাসা করার বন্ধে একজন দাসীর সঙ্গে সে হাওয়া খাবার জন্য আরামবাগে এসেছিল, দাসী স্থানান্তরে যাওয়াতে দুই তিন জন দুর্ভুক্ত এসে তার মুখ বাঁধিতে আবস্ত করে। তাই সে চীৎকার করে—বল্লে আমাদের আসাতে দুর্ভুক্তেরা পলায়ন কবেছে। আমাকে তার বাটী পৌছে দিতে অনুরোধ করেছিল।

বে। কি স্পর্ধা!

বা। স্পর্ধা নয় সেলিমা, কৌশলে জাল বিস্তার ক'বে আমায় সেই জালে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কৃতকার্য না হওয়ার, তোমার আমায় বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য, আমাদের দুজনকে এই দুই-খানা চিঠি লিখে পাঠিয়েছে। কিন্তু এতেও কৃতকার্য না হ'য়ে এবার কি করে দেখা যা'ক। প্রথমে মনে করেছিলাম তা'কে সমুচিত শাস্তি দিব। কিন্তু সেলিমা তুমি তা'কে যে উপদেশ দিয়েছ,

সেই উপদেশ শুনে শান্তির সংকল্প ত্যাগ করেছি। ঠিক বলেছ সেলিমা, সে অমুতাপ করুক, অমুতাপ ক'রে আত্মার মুক্তির জন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা করুক। তোমার উপদেশ শুনে আমার ও আজ জ্ঞান হ'ল। ধন্য সেলিমা!

(পটক্ষেপ)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পথ—মুম্না

মু। আমার দর্প চূর্ণ হ'ল—রূপেব দর্পে এতদিন পুরুষ গুলাকে পতঙ্গের মত মনে কর্তেম, রূপের আলোয় পুরুষ-পতঙ্গ পুড়বেই পুড়বে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—বাদশা সে দর্প চূর্ণ ক'বে দিয়েছেন। বাদশা ত কই রূপে ভুললেন না? মনে করেছিলেম তাঁ'র বেগম বোধ হয় অসামান্য রূপসী, তাই অপর রূপসী তাঁ'র চোখে লাগে না। কিন্তু কই তা'ও ত নয়। বেগম সুন্দরী বটে, কিন্তু আমার চেয়ে নয়—যে রূপে চোখ ঝলসে যায়—হৃদয়কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল প্রথর রূপ তা'র নাই—বিমল চন্দ্রকিরণের মত তা'র রূপ স্নিগ্ধ! তাতে উন্মাদিনী শক্তি নাই—কিন্তু কি এক মোহিনী শক্তি আছে, যে শক্তিতে সে বাদশাকে বশ ক'রেছে। স্বামীর প্রাতি কি অটল বিশ্বাস! আহা স্বামী কি জিনিষ আমি জানিনা—আমি বেশ্যার ঘরে জন্মে স্বামী যে কি রত্ন তা কখন জানতে পারিনি। বোধ হয় আমার স্বামী থাকলে, আমারও ঐ রকম অটল বিশ্বাস হ'ত।

আমি চিরকাল স্বার্থপর, ভোগবিলাসী, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক পুরুষের সঙ্গে আলাপ করেছি, উদার, পরিষ্কৃত-চেতা পুরুষ কখনও দেখি নাই। পুরুষ যে পরিষ্কৃতচেতা হ'তে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তাই বাদশা আমার দর্পচূর্ণ করেছেন। নারী জাতিকেও আমি চঞ্চলা, সন্দ্বিগ্নমনা অপদার্থ জীব মনে করতাম, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে এত অটল বিশ্বাস থাকতে পারে, তা আমার ধারণাই ছিল না। বেগমের কি অটল, অকপট বিশ্বাস! তার মত স্ত্রী কে? তার রত্নালঙ্কার কিছুই নাই, কিন্তু সে তা'র স্বামীর হৃদয়-রাজ্যের রাণী, স্বামী-সোহাগে গরবিণী, আমার মত অসার রূপের গরবে গরবিণী নয়। উঃ প্রাণ জ্বলে গেল! সে আমায় অহুতাপ ক'রতে বলেছে, আমি যে আজন্ম পাপিনী, অহুতাপ করবো কেমন ক'রে? আমি যে কা'রও কাছে প্রাণের ভালবাসা পাই নাই, কাউকে প্রাণভরে ভালবাসতে শিখি নাই—আজ আমার এ মরুহৃদয়ে প্রেমের উৎস কেন উথলে উঠলো? কেন ভালবাসা পাবার জন্য, প্রাণভরে ভালবাসবার জন্য, আজ প্রাণ এত ব্যাকুল! কি করি! কোথায় যাই! সে পাপগৃহে ফিরে যেতে বেগম বারণ ক'রেছে; প্রাণও সে নরকে আর ফিরে যেতে চায় না। কোথায় যাব? কে আমাকে ভালবাসবে? আমি যে ঘৃণিতা বেশ্যা। পাপীকে যে সবাই ঘৃণা করে—না, না, সবাই ঘৃণা করে না, বাদশা পাপকে ঘৃণা করেন, পাপীকে ঘৃণা করেন না। বাদশাকে জয় করতে গিয়ে, নিজে পরাজিতা। তিনি আমার ভালবাসবেন কেন? আমি যে কলঙ্কিনী, আমার স্থান কোথায়? আমার স্থান মৃত্যুর কোলে। এস মৃত্যু, আমার কোলে স্থান দাও—আমি আর এ দুঃসহ বিবের জালা সহ্য করতে পারি না। (বিষপান ও পথপার্শ্বে শয়ন)

মাধব মিশ্রের প্রবেশ

- মা । মহেশ্বরের মত সংপাতকের হাতে স্তম্ভদ্রাকে অর্পণ ক'রে অবধি আমার হৃদয় যে কি শান্তিতে পরিপূর্ণ হ'য়েছে তা' প্রকাশ করা যায় না । আহা, দুঃজনে কত সুখী ! তাদের সুখ দেখলে আমারও হৃদয় পুলকিত হয় । আজ যদি স্তম্ভদ্রার মাতা জীবিতা থাকতো ! ভগবানের যখন তা' ইচ্ছা নয় তবে আমি কেন সে বিষয় ভেবে দুঃখ করি ! ঐ যে দেব মন্দিরে আরতি-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে । যাই আরতি দর্শন করে হৃদয় ধ্যানে মগ্ন হইগে । ওকি ? কোথা থেকে কাতর ধ্বনি আসছে ? (অগ্রসর হইয়া) একি ! পথপার্শ্বে মৃতাবস্থায় কে এ ? এবে দেখছি নারী ! এখনও প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই ! আর দেবালয়ে যাওয়া হ'ল না, যাই মহেশ্বরে ও স্তম্ভদ্রাকে ডেকে এনে এ নারীর কোনও ব্যবস্থা করি (প্রস্থান ও কিরণপরে মহেশ্বরে ও স্তম্ভদ্রার সহিত মাধব মিশ্রের পুনঃ প্রবেশ)
- মা । এই দেখ, মহেশ্বরে আলোটা মুখের কাছে ধর দেখি—আহা কে এ পরমা সুন্দরী রমণী ! চক্ষু স্পন্দহীন, কিন্তু এখনও কীর্ণবাস বইছে, চল স্তম্ভদ্রা ধরাধরি ক'রে একে ঘরে নিয়ে যাই, এখনও সেবা ক'রলে বাঁচতে পারে ।
- মা । বেশভূষা দেখে রমণীকে যবনী বলে বোধ হচ্ছে । যবনীকে ঘরে নিয়ে যাওয়া বুদ্ধিসিদ্ধ হবে কি ?
- মা । মহেশ্বরে, বিপত্তা নারী যবনীই হ'ক আর বেই হ'ক, তার সাহায্য করা উচিত । বিপত্তের সাহায্য করা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম আর আছে কি ? চল বৃথা সময় নষ্ট করে কাজ নাই ।

(পটক্ষেপ)

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য

মাধবের গৃহ ।

- সু। বাবা, আপনি যে পাতার বস খাইয়ে ছিলেন, তা' খেয়ে একবারে অনেকটা বমি হ'য়ে গেছে ।
- মা। ভালই হ'য়েছে । বোধ হয় রমণী বিষ পান ক'রে ছিল, বমির সঙ্গে ঐ বিষ উঠে গিয়ে থাকবে । এবার বোধ হয় জ্ঞান হলেও হ'তে পারে, নাড়ীর অবস্থা একটু যেন ভাল বোধ হচ্ছে । বসিয়ে রাখ, মহেন্দ্র মাথায় বাতাস কর ।
- ম। এইবার বোধ হয় জ্ঞান আসছে—চোখ খুলছে দেখুন ।
- সু। আঃ একটু জল ! উঃ বড় জ্বালা ! শ্রাণ যে জলে গেল ! (জলপান করিয়া) আর একটু জল দাও । কে তোমরা ? আমি কোথায় ?
- মা। মা ভয় নাই, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, এটি আমার কন্যা, এটি জামাতা । তুমি কে মা ?
- সু। পিতঃ আমাকে মা বলে ডেকেছ, বল আমার স্বর্ণা ক'রবে না ?
- মা। স্বর্ণা করবো কেন মা ? মানুষকে কি মানুষের স্বর্ণা করা উচিত ?
- সু। স্বর্ণা করবে না ? (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তুমি ব্রাহ্মণ, আমি মুললমান, শুধু তাই নয় আমি ঘোর পাপী—আমি কুলটা । (স্বভদ্রার প্রতি) তুমি শিউরে উঠলে যে ? আমার ছুঁ সোনা, আমি কুলটা, সত্যই আমি কুলটা ! কেন তোমরা আমার বাঁচালে ? আমি কি স্বখে

বাঁচবো? বেঁচে আমি কি করবো? কোথায় যাব? বাঁচতে আমার সাধ নেই বলেই ত আমি আত্মহত্যা করেছিলাম। কেন তোমরা আমার বাঁচালে? আমার উপায় কি হবে?

মা। মা স্থির হও। ভগবান তোমার উপায় করবেন। যিনি এই দুনিয়ার মালিক তিনি তোমার একটা না একটা উপায় নিশ্চয়ই করবেন। আত্মহত্যা মহাপাপ, ও সংকল্প ত্যাগ কর। সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। ঈশ্বর দয়াময়, তিনি পদে পদে আমাদের শত শত অপবাপ ক্ষমা করছেন। তিনি তোমায় কখনই ত্যাগ করবেন না। তোমাব প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হ'য়েছে, পাপে যখন তোমার ঘৃণা জন্মেছে, তখন মুক্তি তোমার সন্নিকট। অনুতাপে মুক্তি. তোমাব যখন অনুতাপ এসেছে, তখন মুক্তিব ভাবনা আর নাই।

মু। মুক্তি? আমার কি মুক্তি হ'বে? মুক্তি কা'কে বলে আমি জানি না। আমি শাস্তি চাই! আমার প্রাণ বড়ই কাতর হ'য়েছে, আমার গর্ষ চূর্ণ হ'য়েছে। আমি রূপের গর্ষে মত্ত হ'য়ে পবিত্র আত্মা বাদশাকে মুগ্ধ করতে গেছিলাম। কিন্তু বাদশা আমার প্রলোভনে মুগ্ধ হন নাই। তারপর বাদশা বেগমে বিচ্ছেদ ঘটবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু উভয়ের কি অটল বিশ্বাস! তা'তেও আমি কৃতকার্য হই নাই। তা'তে আমার হুঃখ নাই— আমার হুঃখ আমি বেঞ্জার ঘরে কেন জন্মে ছিলেম, তাইত স্বামীর ভালবাসা পাই নাই, বেগমের মত প্রাণভরে স্বামীকে ভালবাসবার সৌভাগ্য আমার কেন ঘটে নাই? এতদিন ভালবাসা কা'কে বলে জান্তেম না, কা'কেও ভালবাসিনি, ভালবাসবার ইচ্ছাও হয় নি। কিন্তু বাদশা বেগমের নিশ্চল, অকপট প্রেম দেখে আমার প্রাণভরে ভালবাসবার আকাঙ্ক্ষা হ'য়েছে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির

উপায় নাই। আমার যদি স্বামী থাকতো, তা'হলে সে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হ'ত। এখন আমার মৃত্যুই ভাল।

মা। মা আমি দিব্য চক্ষে দেখছি, জগতেব উপকারের জন্ত ভগবান তোমার মরু হৃদয়ে মধুর প্রেমের প্রশ্রবন সৃজন করেছেন। তুমি স্বামী প্রেমে বঞ্চিতা—স্বামী-প্রেম লাভের জন্ত তোমার এত আকাঙ্ক্ষা এ অতি উত্তম কথা! কিন্তু এর চেয়ে উত্তম জিনিষ আছে—আমার বিশ্বাস ভগবান তোমার সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত রেখেছেন।

মু। কি সে উদ্দেশ্য?

মা। বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে বিপন্নব সেবা। পত্নীপ্রেম দেখাবার সুযোগ ভগবান তোমায় দেন নাই, কিন্তু প্রেমের চরমোৎকর্ষ মাতৃপ্রেম। সেই মাতৃপ্রেম দেখাবার জন্ত সেবাত্রত গ্রহণ কর, দেখবে শত সহস্র লোকে তোমার পদধূলি গ্রহণ ক'রে ধন্য হ'বে।

মু। (নতজানু হইয়া) ব্রাহ্মণ তুমি কে? এমন কথা ত আমার কেউ কখন শোনায় নি? তোমার কথায় আমার প্রাণ শীতল হ'য়ে যাচ্ছে, আমার বাঁচতে ইচ্ছা হচ্ছে। (উঠিয়া) আমি বাঁচবো, সেবাত্রত গ্রহণ করবো, আজ থেকে সেই ত্রত গ্রহণ করলেম। আমার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, সে সম্পত্তি বিপন্ন সেবায় ব্যয় করবার জন্ত তোমার হাতে ন্যস্ত করলেম। আমি আজ থেকে ভিখারিণী, এই নাও আমার রত্নালঙ্কার।

মা। মা, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ভগবানের নাম করে দিন পাত করি, সম্পত্তি বা রত্নালঙ্কারে আমার প্রয়োজন কি? তুমি যে সেবাত্রত গ্রহণ করলে তাইতে ঐ সম্পত্তি ব্যয় কর, অর্থের সার্থকতা হবে।

মু। সেই ভাল এখন তবে আসি।

সু। ভগ্নি, বল আমার কমা করলে?

মু। কিসের কমা বোন?

- স্ব। এক মুহূর্তেব জন্ত তোমার প্রতি আমার যে স্বপ্নার উদ্বেক হ'য়ে ছিল, বল তা'র জন্য ক্ষমা করলে ?
- মু। আমার পাপজীবনের কথা শুনে কার না স্বপ্না হয়, তার জন্ত ক্ষমা কি বোন্। তোমরা যে আমায় নব জীবন দান করলে, নুতন চকু উন্মীলন করলে, এ ঋণ কি কখনও পরিশোধ ক'রতে পারবো ! পিতঃ, আশীর্বাদ কর যেন আমার ব্রত সফল হয়। বোন্ তুমিও এ অভাগিনীর জন্য প্রার্থনা ক'রো।
- মা। মা, আমি যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হই আমার কথা মিথ্যা হবে না— কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করছি যেন তোমার ব্রত সফল হয়।

(মুন্নার প্রস্থান)

কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন ! ভগবান্ কা'র দ্বাৰা কখন কি ভাবে কাজ করান, তা বল! যায় না। ধন্য ভগবান্ ! তোমার মহিমা বোঝে সাধ্য কার ?

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

অর্গলরাজের কক্ষ

নির্ভয়চাঁদ ও তারা

- নি। এখন আমি বেশ আরোগ্য লাভ ক'রেছি, এইবার আমার বিদায় দিন।
- তা। আরও হু এক দিন থেকে গেলে ভাল হ'ত না ?
- নি। আর কতদিন আপনাদের কষ্ট দিব ?

- তা। আমাদের আর কষ্ট কি? আপনাই কষ্ট।
 নি। আমার কষ্ট? স্বর্গে এর চেয়ে সুখ আছে কিনা জানি না। কিন্তু
 আর কতদিন এখানে থাকবো?

পরিচারিকার প্রবেশ

- প। এই যে দিদিমণি এরই মধ্যে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে মনের কথা কইতে
 আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। যা' বলবার বলে নাও, এখনি রাণীমা
 আসবেন।
 নি। তোমার দিদিমণি এমন কোনও কথা বলেন নি—আমি বলছিলাম
 এইবার আমি সেরেছি, এখন আমার বিদায় দিন। তাইতে উনি
 বলছিলেন আরও দুদিন থেকে গেলে ভাল হ'ত।
 প। ওঃ দিদিমণির এর মধ্যেই এত দরদ, তবু এখনও বে হয় নি—হবার
 কথা হচ্ছে যদিও!
 তা। দূর, তুই এখান থেকে যা—
 পা। তা'ত তাড়াবেই, কথার অসুবিধা হচ্ছে কি না? আচ্ছা এখন
 চল্লাম।

(প্রস্থান)

- নি। পরিচারিকার কথা কি সত্য? অসম্ভব! অর্গলরাজের কন্যার সহিত
 আমার বিবাহ? অসম্ভব কথা! আচ্ছা আর একটা কথা
 জিজ্ঞাসা করবো কি?
 তা। কি কথা?
 নি। অর্গলরাজ কন্যার হৃদয়ের এককোণে আমার মত দরিদ্র রাজপুত্রের
 স্থানলাভ অসম্ভব নয় কি?
 তা। আপনার বীরত্বে সকলেই মুগ্ধ, আপনি আমার মাতার উদ্ধার কর্তা,
 অতএব আপনার কাছে আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ।

নি। তারা, কৃতজ্ঞতা এক জিনিষ, ভালবাসা আর এক জিনিষ। এই দেবীর ভালবাসা যে লাভ করতে পারবে তাব চেয়ে সুখী আব কে আছে ?

তা। আমি ত আব দেবী নই।

নি। হ্যাঁ তাবা, যদি অপরাধ না নাও তবে বলি, তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সমস্ত হৃদয় অধিকার করে রয়েছ। শুধু জানতে সাধ হয় আমি যাকে ভালবেসেছি, সে আমার ভালবাসে কি না ?

তা। আপনার কি মনে হয় ?

নি। কিছুই ত বুঝতে পারি নি, তারা।

তা। তবে আপনি কিছুই ভালবাসেন না। যে যাকে ভালবাসে তার মনের ভাব বুঝতে বাকি থাকে না।

নি। তবে কি তুমি সত্যি আমার ভালবাস।

তা। সত্যি ভালবাসি।

পরিচারিকার পুঃন প্রবেশ

দ। বেশ, দিদিমণি বেশ! যাট রাণী মাকে খবব দিই গে, তিনি শুনে সুখী হবেন।

(প্রস্থান)

রাজা ও রাণীর প্রবেশ

রা। নির্ভরচাঁদ এখন কেমন আছ ?

নি। আপনাদেব কুপায় এখন বেশ ভাল আছি, এইবার বিদায় দিন।

রা। তোমায় এ রকম ক'রে বিদায় দিতে প্রাণ চায় না। আমাদের ইচ্ছা তোমার সঙ্গে তারার বিবাহ দিই। এতে তোমার কি মত ?

নি। অসম্ভব !

রা। কেন অসম্ভব ? তোমার কি শুবে মত নাই ?

- নি। না না, তা বলছি না, তবে আমি গরীব, আমার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিলে আপনাদের বংশের গৌরবহানি হ'তে পারে, তাই বলছিলাম।
- রা। প্রকৃত মনুষ্যত্বই বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে, তুমি সেই মনুষ্যত্ব দেখিয়েছ অতএব তোমার বংশ গৌরব এখন আঁত উজ্জ্বল। তোমাকে কন্যাদান করলে আমার গৌরব বৃদ্ধি হ'বে বলে মনে করি।
- নি। আপনি অতি উদার তাই একথা বলছেন, কিন্তু লোকে যে আপনাকে নিন্দা ক'রবে।
- রাণী। মূর্থ লোকেরাই নিন্দা ক'রবে, যারা মনুষ্যত্বের আদর জানে, তা'রা নিন্দা না করে বরং প্রশংসাই ক'রবে।
- রা। ঠিক বলেছ রাণী, মূর্থ লোকেরাই নিন্দা ক'রবে, যাদের হৃদয় ছোট তা'রাই মানুষকে ছোট মাপ কাটিতে মেপে ছোট ক'রতে চায়। যাক, তা'হলে তোমার অশ্রু আপত্তি নাই।
- নি। অশ্রু আপত্তি কি থাকতে পারে? এত পরম সৌভাগ্যের কথা।
- রা। বেশ, তবে আগামী পঞ্চমী তিথিতে শুভ বিবাহের দিন স্থির করলেম। সেই দিন শুভলগ্নে তোমার হাতে তারাকে অর্পণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতার কতক পরিচয় দিব।
- নি। বার বার কৃতজ্ঞতার কথা তুলে আমার লজ্জা দিবেন না। কর্তব্য-পালনে প্রশংসা কিছুই নাই—কর্তব্য পালন না করাই দোষ।
- রা। ভাল তবে বীরের আদর করা রাজার কর্তব্য, আমিও বীরের আদর ক'রে আমার কর্তব্য পালন করবো। আর দিন নাই, আমি সব বন্দোবস্ত করিগে!

(রাজা ও রাণীর প্রস্থান)

সখীগণের প্রবেশ

- ১ম স। সেই, শুনছি নাকি তোমার বিয়ে? বেশ যা' হক, এত দিন বলনি কেন আমরা কি তোমার হৃদয়চাঁদকে কেড়ে নিতুম? রোগ যে ধরেছে, তা' ত আমরা অনেক দিন অনুমান ক'রেছি-অত অশ্রমনক—অত নীরবে দীর্ঘশ্বাস—আহার নিদ্রা ত্যাগ—এসব লক্ষণ দেখেই আমরা ঠিক ক'রেছিলাম রোগ কঠিন।
- ২য়। তা কি ভাই হয় না? রোগীর সেবা ক'রতে গিয়ে নিজের বোগ ধরলো—প্রেম রোগটাও যে ছোঁয়াচে।
- ৩য়। রোগীকে এক রোগ থেকে আরাম ক'রে আর এক দারুণ বোগে ফেললে।
- নি। ঠিক বলেছ, বিষম দারুণ বোগে ফেলেছে, প্রাণে বাঁচিয়ে আবার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। তোমাদের সখির একি অস্তায় নয়?
- ৩য়। সখির অস্তায় কিছুই নয়। তবে এত বড় একটা হোমরা চোমরা বীবকে আমাদের সখি এত সহজে কাবু ক'রতে পেরেছে তাতে তা'র বাহাদুরী আছে বটে!
- ২য়। শুধু কাবু, একেবারে হাবুডুবু!
- ১ম। চাঁদের সঙ্গে তারার মিলন এতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু ভাই, নির্ভর চাঁদ আমাদের একটু ভয়—
- নি। কিসের ভয়?
- ১ম। ভয় এই চাঁদে একটা কলঙ্ক আছে—একটা তারায় সঙ্কট নন, অধিনী, ভরণী কুর্ভিকা, রোহিণী ক'রে তাঁর নাকি সাতাশটি তারা আছে।
- নি। আকাশে যেমন তারা অনেক আছে, কিন্তু ফ্রব তারা একটি, তেমনি আমার হৃদয়াকাশের ফ্রব তারাও একটি—সেইটি তোমাদের এই তারা।

সখিগণের গীত ।

কোথায় এমন শিখ্লে চুরি, এ চাতুরী কওনা নাগর
অবলার মন চুরি করা, এ কোন—রীতি রসের সাগর ?
প্রাণ নিয়ে যে খেল্ছ খেলা, (শেষে) হয় না যেন পায়ে ঠেলা,
চোখের নেশা ভাঙলে যেন প্রেম পিপাসা যায় না তোমার ।

তৃতীয় দৃশ্য

ললিত ও লবঙ্গ ।

ল। ও লবঙ্গ শুনেছ ? বড় মজার খবর !

লব। কি খবর ?

ল। খবর ভাল, আমাদের কপাল ফিরেছে। তোমার এখন কি
চাই বল ?

লব। আমার আবার কি চাই ? কিছু চাই না !

ল। কিছু চাও না ? গহনা ? টাকা ?

লব। গহনা টাকার আমার দরকার কি ?

ল। আমার অবাক ক'রলে যে ! গহনা টাকার দরকার নেই ? গহনা
চায় না এমন জীলোক আছে না কি ?

লব। কেন থাকবে না ? সীতের সিঁদুর ও হাতে শাঁখা—এর চেয়ে
আর মেয়ে মানুষের কি গহনা থাকতে পারে ? এই দুই অলঙ্কার
থাকলে আমার আর অস্ত্র কিছুতে দরকার নাই ।

ল। ওই শুনেই ত গোলাম ক'রে রেখেছ ! কিন্তু আমার কি সাধ যায়
না, তোমায় ভাল গহনা দিই, ক্ষমতা নেই তা' কি ক'রবো বলে।

নইলে তোমার সোণাব অঙ্গ সোণা দিয়ে মুড়ে রাখতেম্। তা' যাক্ এই বার একটু স্বেগ হলেছে, এই বার সাধ মিটতে পারে।

লব। কি ব্যাপার কি? খুলেই বল না?

ল। শোননি বাজার কন্টার বিবাহ?

লব। তাই নাকি? তবে ত তোমাব পোয়া বারো—রাজবাড়ীতে ভোজটা হ'বে ভাল।

ল। আবে সে ত আছেই। তা ছাড়া রাজাকে বলে এখন যা চাইবো পেতে পারি। রাজা আনাব কি রকম খাতির করেন তা ত জান না! কি চাই বল দেখি?

লব। একটা গরু চাও—তুমি দুধ ভালবাস, দুধ খাবে, সন্দেশ, ছানা, কীর দই ক'রে দোব, খুব খাবে—তা' হলে আর নিমন্ত্রণের জন্ত প্রাণটা ছৌঁক ছৌঁক করবে না। তা' ছাড়া গোবরে ঘুটে হ'বে, আমার গো সেবা করা হ'বে।

ল। আরে গো সেবা ত তুমি আজ দশ বৎসর করছো, যে দিন থেকে আমার হাতে পড়েছ সেই দিন থেকেই ত গো সেবা করছো। আমি জানতেম্ আমিই একটা গরু, তুমিও যে মস্ত একটা গরু তা জানতেম্ না। এমন স্বেগ—রাজ কন্টার বিয়ে—কোথার হীরে, মুক্তা, হাতী, ঘোড়া, উট চাইবে—তা না একটা গরু—তোমার বুদ্ধি একেবারে সর।

লব। তা' হক, আমার সর বুদ্ধিই ভাল, তোমার মোটা বুদ্ধি তোমার থাক্। তুমি একটা গরু চেও।

ল। তা' যেন চাইলেম্ তুমি কিন্তু মতলবটা সব ভেসে দিলে। আমি ভাবছিলেম রাজকন্টার বিবাহে কিছু টাকা কড়ি চেয়ে, তোমার জন্ত কিছু গহনা গড়িয়ে দিব. আর দু এক খানা ভাল কাপড় কিনে

দিব। তা' নয় একটা গরু—যুঁটে কুড়ুনির ভাগ্যে বিধাতা স্বধ
লেখেন নি তা আমি কি ক'রবো !

লব। বেশ গো বেশ, তোমার অত দর্শনশাস্ত্র আওড়াতে হ'বে না।
বলি, রাজ কন্টার বিয়ে হ'ল কার সঙ্গে ?

ল। তা বুঝি জান না ? একটা দরিদ্র রাজপুত্রের সঙ্গে। কত বাজাব
ছেলের সঙ্গে সঙ্ক এসেছিল, সে সব ছেড়ে একটা দরিদ্র বাজ-
পুত্রের সঙ্গে কন্টার বিবাহ—

লব। ওঃ বুঝেছি—যে রাজপুত্র বীর রাণীমাকে উদ্ধার ক'রেছিল, তাব
সঙ্গে বুঝি ?

ল। ঠিক ধরেছ, তবে না কি তোমার বুদ্ধি নেই—

লব। তোমার চেয়ে আছে বৈকি—নইলে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

ল। শুধু চালিয়ে নিয়ে যাওয়া—নাকে দড়ি দিয়ে। সাবাস, একেবারে
ভেড়া বানিয়ে রেখেছ।

লব। তা নয়, তা নয়। এই দেখ, এই ত মোটা বুদ্ধির পরিচয় দিলে।
আমি বলুম এক, আর তুমি বুঝলে আর—আমি বলুম তুমি ত
সংসারের কিছু দেখ না, বোঝোও না—আমারই ওপর সব ভার।
তা' আমি ত তোমার সংসার এক রকম চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—এখন
কিছু বুঝতে পারছো না, আমি মরলে তখন বুঝবে।

ল। ঠাণ্ডো লবঙ্গ, ও কথা মুখে এনো না, জান না কি আমার ওতে কষ্ট হয়।

লব। মুখে বলছো কষ্ট হয়, কিন্তু আমি মরলে ছ মাস বে'তে না বে'তে
আবার বিয়ে করবে। সব পুরুষেই ওই রকম বলে, কিন্তু হুদিন
বে'তে না বে'তে আবার বিয়ে করে বসে—ওজর কি ? না ছোট
ছেলেদের দেখবে কে ? তুমিও তাই বলবে ও করবে।

ল। লবঙ্গ তুমি আমাকে এখান থেকে তাড়াতে চাও ? বেস তবে চলুম।

(গমনোচ্ছত)

লব। আচ্ছা, আচ্ছা আর বলবো না, তুমি যেও না। তবে না বলেও
আর থাকতে পারি নি যে আমি অমর নই।

ল। ফের ঐ কথা— আমি চলুম।

লব। না না তোমার পায়ে পড়ি যেওনা। আচ্ছা আর বলবো না।
রাজ কন্ঠার বে'র দিন হ'ল কবে ?

ল। আগামী পঞ্চমী তিথিতে—দিন তিন চার পরে। আচ্ছা এই যে দরিদ্র
রাজপুত্রের সঙ্গে রাজ কন্ঠার বিয়ে হ'চ্ছে এতে তোমার মত কি ?

লব। গরীব হ'লে কি হয়, তা'র গুণ আছে, বীবত্ব আছে, মনুষ্যত্ব আছে,
সে রকম বীরের সঙ্গে রাজ-কন্ঠার বিবাহ ত গৌরবের কথা-ভাগ্যেব
কথা।

ল। গরীবের আবার মনুষ্যত্ব কোথায়, মনুষ্যত্ব থাকলেও কেউ তা'
দেখে না, কিন্তু ধনীর মনুষ্যত্ব না থাকলেও তাব মান, সন্ত্রম, মনুষ্যত্ব
এমন কি দেবত্ব পর্য্যন্ত হয়—টাকায় সব হয়, টাকা না থাকলে
কিছুই হয় না।

লব। সাধারণ লোকে তাই মনে করে বটে, কিন্তু জ্ঞানী লোকে তা' মনে
করে না। রাজা আমাদের জ্ঞানী ও গুণী তাই গুণের আদর করতে
পেরেছেন।

ল। তুমিও তা হ'লে মন্ত জ্ঞানী—নইলে আমার মত গরীবের এত আদর
যত্ন করবে কেন ? নিশ্চয় গুণ আছে বলে তাই ত ! যাক্ বাজে
কথা—আমায় একবার রাজবাড়ীতে যেতে হ'বে, রাজার হুকুম
হ'য়েছে। আমি না থাকলে রাজবাড়ির কোনও কাজই হয় না।

লব। যাও তবে—বোধ হয় ভোজনের ফর্দ টর্দ করতে হবে, ও কাজে
অমন দক্ষ ত আর কেউ নেই। গরুর কথাটা ভুলো না।

ল। আরে না, নিজেকে কখন ভুলতে পারি।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজ সভা—রাজা, হীরা সিং, সভাসদ্বর্গ ও ললিত

- রা। আজ আমার একটা বিশেষ কথা আছে। তোমা সকলেই জান নিৰ্ভরচাঁদ নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে রাণীকে ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। ওরা দু'ভাই ও অত্যাচার রাজপুতেরা সে দিন যে বীবছ দেখিয়েছে সে সব কথা তোমাদের কা'রো অবিদিত নাই। আমি ইচ্ছা ক'রেছি নিৰ্ভরচাঁদের সঙ্গে আগামী পঞ্চমী তিথিতে আমার কন্যা তারার বিবাহ দিব।
- হী। সে কি মহারাজ? ওরূপ একটা গরীবের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিলে আমাদের নিশ্চলকুলে কলঙ্ক হ'বে, রাজবংশের অপমান হ'বে।
- রা। রাজবংশের বরং গৌবন বৃদ্ধি হ'বে।
- হী। কেন আমাদের রাজবংশে কি আর পাত্র নাই? আমার পুত্র কুমার সিং ত রাজকুমারীর হস্ত প্রার্থী ছিল—তার মত রূপবান আর এ রাজ্যে কেউ আছে কি না সন্দেহ।
- রা। সত্য, কিন্তু শুধু রূপ থাকলে কি হয়, গুণ কোথায়? জাফর খাঁর বিরুদ্ধে দেশের যখন সমস্ত রাজপুত যুদ্ধে গিয়েছিল, তখন তোমার পুত্র কুমার সিং কোথায় ছিল?
- হী। তা'র শরীর অসুস্থ ব'লে যুদ্ধে যেতে পারে নাই।
- রা। শরীর অসুস্থ? আমি সব জানি হীরা সিং, আমার কাছে আর কপটতার প্রয়োজন নাই। যখন দেশের সমস্ত রাজপুত দেশের জন্ত প্রাণ উৎসর্গ ক'রতে উত্তম ছিল, তখন তোমার বীর পুত্র বারাকনা পরিবেষ্টিত হ'য়ে দেশের সেবা না ক'রে সুরার সেবার নিযুক্ত ছিল। আমি সব শুনেছি হীরা সিং, তোমার পুত্র এ রাজবংশের কলঙ্ক; রাজপুত নামের অমুপযুক্ত তার সঙ্গে আমার

কন্য়ার বিবাহ অসম্ভব—নির্ভয়টান দরিদ্র হ'লেও কুমার সিংএর চেয়ে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

হী। এত অপমান? এৰ প্রতিশোধ চাই।

বা। বেশ কথা প্রতিশোধেব সাধ এখনি মিটাতে পার (অসি নিষ্কাশিত করিয়া) অসি ধর, তোমার সে সাধ মিটাই।

হী। আজ নয় আর একদিন হ'বে।

(প্রস্থান)

বা। বেশ কথা! যাক্ এ বিবাহে তোমাদেব মতামত কি?

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি যে দারিদ্র্যকে দোষ মনে না করে মনুষ্যত্বের আদরের জন্ত এই বিবাহের প্রস্তাব করেছেন, ইহা শুধু আপনার উচ্চ হৃদয়ের নহে, সাহসেরও পরিচায়ক। আমরা এ প্রস্তাবে অত্যন্ত সুখী হ'য়েছি।

বা। ললিত, তোমার কি মত?

ল। মহারাজ, মন্ত্রী মহাশয় যা' বলেন, আমার মন্ত্রীও ঠিক ঐ কথাই বলেছেন।

রা। তোমার আবার মন্ত্রী কে ললিত? গৃহিণী বুঝি?

ল। আঞ্জে হাঁ। তিনি বলেন যে গরীব হ'লে কি হয় যা'র গুণ আছে, বীরত্ব আছে, মনুষ্যত্ব আছে, তা'র সঙ্গে বাজকন্য়ার বিবাহ ত গৌরবের কথা-ভাগের কথা!

রা। ললিত, দেখছি তোমার চেয়ে তোমার স্ত্রী বুদ্ধিমতী।

ল। আঞ্জে, সকলেরই তাই।

প্রহরীর প্রবেশ

প্র। মহারাজের জয় হ'ক। বাদশার নিকট থেকে একজন দূত পত্র নিয়ে এসেছে, মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে চায়।

রা। তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।

(প্রহরীর প্রস্থান)

বাদশার কাছ থেকে কি পত্র আসতে পারে? বোধ হয় আমি যে তাঁকে জাফর খাঁর সম্বন্ধে চিঠি পাঠিয়েছি, তারই একটা কড়া রকমের উত্তর।

প্রহরীর সহিত দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ, বাদশা আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন (পত্রদান)

রা। (পত্রপাঠ) অর্গলরাজ,

আমি জাফর খাঁর কার্যে বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত আছি এবং তার কাপুরুষতার জন্ত তাহাকে পদচ্যুত ক'রেছি। আপনার ও আপনার রাণীর বীরত্বে মুগ্ধ হ'য়েছি। আপনার সহিত আর আমার শত্রুতা করবার ইচ্ছা নাই। মিত্রতা-পাশে বদ্ধ হইতে ইচ্ছুক। আশা করি ইহাতে আপনার আপত্তি থাকিবে না।

নসিরুদ্দিন

এ কি স্বপ্ন না সত্য? দিল্লীখর এত উদার এত মহান! দূত, যাও এ পত্রের উত্তর আমি পরে পাঠিয়ে দিব। এই নাও বৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার। (মুক্তার মালা প্রদান)

(দূতের প্রস্থান)

ম। মহারাজ আজ বড় আনন্দের দিন। রাজ্যময় ঘোষণার আদেশ দিন যে আজ থেকে দিল্লীখর আমাদের শত্রু নয়, মিত্র।

রা। তা ত দিতেই হ'বে। আরও ঘোষণা ক'রে দাও আজ থেকে সাতদিন এই উপলক্ষ্যে রাজ্যময় আনন্দোৎসব হ'বে। বাদশার পত্রের উত্তর লিখে দিচ্ছি, কে নিয়ে যাবে? ললিত, তুমিই কেন যাও না? বাদশার মত সাধু পুরুষের দর্শন লাভ হ'বে?

। লতা'ত হ'বে জ্ঞানি—বিলক্ষণ পুরস্কারও পেতে পাবি, তার ত নমুনা আপনিই দেখিয়েছেন—দূত যে পুরস্কার পেলে তা'ত স্বচক্ষে দেখ্লেম। কিন্তু কথা হচ্ছে কি আপনার-কোন আদেশটা পালন করি—এই মাত্র সাতদিন প্রজাদের আনন্দোৎসব করবার আদেশ দিলেন, তবে আবার আমায় দূত ক'রে দিল্লিতে পাঠাচ্ছেন কেমন করে ?

বা। কেন ? তাতে আনন্দোৎসবের ব্যাঘাতটা কি ?

ল। আমি না থাকলে আগাব গৃহিণী যে নিরানন্দ সাগরে ডুবে যাবে, আনন্দোৎসবে যোগদান ক'বে কি ক'রে।

বা। হাঃ হাঃ হাঃ, তাই বল। তুমি গৃহিণীর বিরহে হৃদয়ও থাকতে পারবে না, নিরানন্দ সাগরে তোমার গৃহিণী ডুববে না, তুমিই ডুববে।

ল। আঞ্জে উভয়েই।

রা। ভাল তোমার গিয়ে কায নাই—অন্য দূত পাঠাচ্ছি।

ল। মহারাজ, গৃহিণীর একটি ভিক্ষা আছে। একটি গরু তা'র চাই।

রা। সে কি ? তুমি থাকতে আর গরুতে প্রয়োজন ?

ল। এট ত মহারাজ, রাজনীতিই শিখেছেন, ব্যাকরণ শাস্ত্রটা অধ্যয়ন ভাল হয়নি, তা' হলে আমাকে বলিবর্দ, বৃষভ, বলদ বা চল্টি ভাষায় যাঁড় বা দামড়া না বলে গরু বলতেন না।

রা। হাঃ হাঃ হাঃ আচ্ছা ব্যাকরণ শাস্ত্রটা তোমার কাছেই শেখা যাবে—এখন ব্যাপারটা কি খুলে বল।

ল। ব্যাপার আর কি ? আমি গৃহিণীকে দ্বিজ্ঞেস করলেম, রাজকন্যার বিবাহ উপলক্ষে রাজবাটি থেকে বিদায়টা নিশ্চয়ই বিরাট রকমের হ'বে, তা' তোমার জন্য কি চাইবো বল—গহনা না টাকা, না হাতী না ঘোড়া, কি ? সে কি না বল্লে "গহনায় আমার আবশ্যিক কি ?

একটা গরু চেও হুধ সন্দেশ, ছানা খাবে আর আমারও গোসেবা হবে। আপনিই বিচার করুন, তা'র বুদ্ধিটা গরুর মত কি না।

বা। ললিত, তোমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি অমন সতী সাধবী রমণীকে গৃহিণী স্বরূপ পেয়েছ। তোমার গৃহিণী রমণী কুলের আদর্শ। ভাল তাই হ'বে। এখন সভাভঙ্গ করা যাক।

(পটক্ষেপ)

পঞ্চম দৃশ্য

অর্গলের পথ—জাফর খাঁ

জা। আজ অর্গল বাজ্য আনন্দে মগ্ন, নাগরিকগণের হাশ্বকোলাহলে, নৃত্যগীতে রাজ্যময় আনন্দ-শ্রোত ব'রে যাচ্ছে। আর জাফর খাঁ? দিল্লীর সেনাপতি জাফর খাঁ আজ পদচ্যুত, অপমানিত! অপরাধ? অপরাধ প্রভুর কলাণ সাধনের চেষ্টা! অর্গল রাজের সঙ্গে আমার কিসের বিবাদ? আমার কি নিজের কোনও স্বার্থ আছে? কিছু নয়। শুধু প্রভুর আদেশ পালন!—পুরস্কার? পদচ্যুতি! এক একবার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি জেগে উঠছে, এই অবিচারের জন্ত বাদশাহকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করছে সে শিক্ষা দেওয়াও অতি সহজ, কিন্তু অতি কষ্টে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দমন করেছে।

পশ্চাৎদিক হইতে গৌতম সিংহের প্রবেশ

রা। আজ আমার সকল প্রজা আনন্দে মগ্ন—নিরানন্দের প্রতীক স্বরূপ কে তুমি? এত প্রতিহিংসা বাসনা কেন? কা'র উপর প্রতিহিংসা?

- জা। তুমি কে ? চিনেছি। অর্গলের রাজা গৌতম সিং। আমি আপনাই কাছে যাচ্ছিলেম—আমি জাফর খাঁ।
- রা। (অসি নিকাসিত কবিয়া) জাফর খাঁ, সেনাপতি জাফর খাঁ ?
- জা। এখন আর সেনাপতি নই, ছিলাম বটে ! ভয় নাই, অসি কোষবদ্ধ করুন, আমি আপনাব প্রাণ সংহারের জন্ত অসি নাই, বিশ্বাস না হয়, এই নিন্ আমার তরবারি গ্রহণ করুন।
- রা। (অসি কোষ বদ্ধ করিয়া) না না শত্রু হ'লেও, এখন আমি আপনাব কথায় অবিশ্বাস করছি না। আপনাব ক প্রয়োজন ? যদি আপত্তি না থাকে আমার সঙ্গে আমাব গৃহে চলুন।
- জা। না, এখানে যখন সাক্ষাৎ হ'ল তখন আর আপনাব গৃহে যাবাব আবশ্যক নাই। এ স্থানটি বেশ নির্জন, এই খানেই বলি। হীবা সিং নামে আপনাব যে আত্মীয় আছে, তাঁর উপর নজর রাখবেন, সে আপনাব পরম শত্রু। সে আপনাকে হত্যা করে আপনাব সিংহাসন দখল করবাব চেষ্টায় ছিল—আমাব কাছে এসে ঐরূপ নীচ প্রস্তাব ক'রেছিল। আমি ওরূপ গুপ্ত হত্যায় সন্মত না হওয়ায় সেই আমাকে সংবাদ দেয় যে গ্রহণের দিন বাণী গঙ্গামানে যাবেন এবং সেই সময়ে বাণীকে বন্দি ক'রতে সেই রাজপুত্র কলঙ্কই আমাকে পরামর্শ দেয়।
- রা। আপনি হত্যায় অস্বীকৃত হ'য়ে উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু আবার এরূপ অগ্রায় পরামর্শ গ্রহণ করলেন কেন ? সেটা আপনাব গ্রায় বীরের পক্ষে উচিত হয় নাই।
- জা। কেন উচিত হয় নাই বুঝলেন না। যুদ্ধে আবার গ্রায় অগ্রায়ের বিচার কি ? যুদ্ধটাই কি নীতি বিরুদ্ধ নয় ? পরের রাজ্য বাহুবলে কেড়ে লওয়া, লোভ ও দুরাকাজ্জার বশীভূত হ'য়ে পরের স্বাধীনতা হরণ করা কোন নীতিশাস্ত্র সন্মত ? রাজ্য রাজ্য যুদ্ধ বাধে, নিরীহ প্রজাদের

বস্তুে নদী বয়ে যায়, কত সতী সাধবা বিধবা হয়, কত শিশু সন্তান পিতৃহারা হয়, কত বৃদ্ধ বার্দ্ধক্যে অবলম্বন, অন্ধের যষ্টী স্বরূপ পুত্রদের হারায় ; এই যে ঘরে ঘবে হাহাকার এ সঃ ঘটান কোন্ নীতিশাস্ত্র সম্মত ?

বা । সত্য, কিন্তু অসহায় বমণীকে বন্দিনী কবা কি অশ্রায় নয় ?

জা । কেন অশ্রায় ? বলেছি কত যুদ্ধে শ্রায় অশ্রায় নাই, বলে বা কৌশলে যে কোন উপায়ে শত্রুকে দমন করা যুদ্ধের নীতি । রাণীকে বন্দিনী করতে পারলে, সহজেই বিনা রক্তপাতে আপনাকে দমন কবা যেতে পারতো—তুই পক্ষে কত শত সহস্রবীবের প্রাণ বেঁচে যেত । তবে সেরূপ উপায় অবলম্বন করা অশ্রায় কিসে বুঝলেম্ না ।

বা । আপনার এ যুক্তি মানতে হয় বটে । আপনাব উপর আমার জাত-ক্রোধ ছিল, কিন্তু আপনার উচ্চ হৃদয়েব পরিচয় পেয়ে, সে অপমানের প্রতিশোধ বাসনা একেবাবে লুপ্ত হইয়াছে, আশ্রয় আপনাকে মিত্র বলে আলিঙ্গন করি (তথা করণ) বাদশার সহিত এখন আমার সখা হইয়াছে, আমি বাদশাকে অমুরোধ ক'রে লিপ্ত হইয়া যেতে আপনাব অপরাধ মার্জনা করে আপনাকে আপনার পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কবেন ।

জা । এ কথাই জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ । কিন্তু ক্ষমা করবেন, ও রূপ অমুরোধ করবেন না । কেননা, আমি কোনওরূপ অপরাধ করেছি বলে মনে করি না তবে মার্জনা কিসেব ? আমি প্রভুব কল্যাণ সাধনের চেষ্টায় এতদিন নিজের জীবন তুচ্ছ করেছি, যেরূপ কায়মনোবাক্যে আমি বাদশার সেবা কবেছি, তার অর্ধেক আগ্রহের সহিত যদি আমি আল্লার সেবা করতেম, তা হ'লে আমার এ অপমান সঙ্ক করতে হ'ত না । তাই আমি মনে সংকল্প করেছি এখন থেকে আমি সর্বস্ব ত্যাগ করে ফকির হ'য়ে আল্লার নাম গেয়ে

বেড়াব । আর আমার সেনাপতি হবার সাধ নাই আজ থেকে আমি ফকির, শুধু আপনাকে বিশ্বাস ঘাতক হীরা সিং হ'তে সাবধান করবার জন্য আমার এখানে আসা । সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হ'য়েছে, এখন বিদায় ।

(প্রস্থান)

বা । বীরবর বিদায়—নঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক ! জাকরখাঁর হনয় এত উচ্চ জানতেম না । প্রবল প্রতাপাধিত দিল্লীর সেনাপতি আজ সামান্য ফকির ! ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছা বোঝে সাধ্য কার ?

(পটক্ষেপ)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী বাদশার সভা

বাদশা, উজীর, আমির খাঁ, ওসমান খাঁ প্রভৃতি

উ। জাঁহাপনা, অর্গলের রাজা এই পত্র পাঠিয়েছেন।

বা। কি লিখেছেন পড়।

উ। (পত্র পাঠ) জাঁহাপনা, দিল্লীব বাদশাব প্রবল প্রতাপ যাহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই, সেই অর্গলের রাজা আজ দিল্লীশ্বরের উদারতা ও মহত্ত্ব দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ ও সম্পূর্ণ বশীভূত। আপনি যে আমার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতে আমি গৌরবান্বিত। অর্গলের রাজকোষ, সৈন্য এবং রাজ্য স্বয়ং, অদ্য হইতে দিল্লীশ্বরের কল্যাণের জন্য নিযুক্ত রহিল।

গোতম সিং

বা। উত্তম কথা, অনর্থক রক্তপাত অপেক্ষা এরূপ সন্ধি বাঞ্ছনীয়।

একজন প্রহরীর প্রবেশ

প্র। জাঁহাপনা একজন ফকির আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

বা। আস্তে বল।

ফকিরবেশে জাফর খাঁর প্রবেশ

জা। জাঁহাপনা, কয়েকখানি অতি প্রয়োজনীয় চিঠি আমার কাছে ছিল, সেইগুলি ফিরিয়ে দিবার জন্য এসেছি—গ্রহণ করুন।

বা। কে—ও জাফর? তোমার এ ফকির বেশ কেন?

জা। ভেবেছি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি আল্লার নাম গেয়ে কাটাও।

বা। পদচ্যুত হওয়াতে কি মনে এত আঘাত লেগেছে? আমি সেনাপতি-পদ থেকে তোমায় বরখাস্ত করেছি সত্য, কিন্তু অল্প কোনও উচ্চপদ দিতে প্রস্তুত আছি।

জা। ক্ষমা করবেন আর আমার সে আকঙ্ক্ষা নাই।

বা। কেন অভিমান হয়েছে?

জা। অভিমান হ'য়েছিল এখন আর নাই।

বা। অভিমান হ'য়েছিল কেন? অত্যাচার কাজ করলে কি তা'র শাস্তি হওয়া উচিত নয়?

জা। খুব উচিত। কিন্তু আমি অত্যাচার কাজ করি নাই।

বা। সে কি? অসহায় স্ত্রীলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি অন্যায় নয়।

জা। যুদ্ধ করাটাই কি অন্যায় নয়? রাজ্যালোভে, ধন লোভে বলবান রাজা দুর্বল রাজাকে আক্রমণ করে—তারই নাম যুদ্ধ। এটা কি খুব ন্যায় সঙ্গত? এতে কি অসংখ্য লোক অনাথ, অসহায় হয় না? আমি অনর্থক রক্তপাতের পরিবর্তে কৌশলে, বিনা যুদ্ধে যা'তে শত্রুকে দমন করতে পারা যায়, সেই চেষ্টাই করে ছিলাম—এতে যে কোনও অন্যায় কাণ্ড করা হ'য়েছে বলে আমার মনে হয় না। আপনার বিচারে আপনি আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন বটে, কিন্তু জাঁহাপনা এখন বুঝছি এটা শাস্তি নয়—শাস্তি। আপনি

আমার চোখ খুলে দিয়েছেন, সেইজন্য আপনাকে শত শত ধন্যবাদ ! এখন বিদায়—

বা। জাফর, তুমি বাদশার বাদশা—তুনিয়ার মালিকের সেবার নিজেকে নিযুক্ত ক'রেছ, এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি আছে—এস তোমায় আলিঙ্গন করি (তথাকরণ)

(জাফরের প্রস্থান)

বা। উজির, আর কিছু কায় আছে কি ?

উ। জাঁহাপনা, সহরে ভ্রম্মানক বসন্তরোগ আরম্ভ হ'য়েছে, প্রতাহ অনেক লোকের মৃত্যু হচ্ছে। এব একটা ব্যবস্থার আদেশ দিন।

বা। যতজন হাকিম আবশ্যক হয় নিযুক্ত কর, আর রোগীদিগকে পৃথক রাখবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও—বোগীদের বজ্রাদি যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়—অবশ্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাদের যেন কিছু কিছু অর্থ দেওয়া হয়। রোগীদের সেবার জন্য লোক নিযুক্ত কর—অর্থের মমতা ক'রোনা, প্রজাদের সুখের দিকে লক্ষ্য রেখো।

উ। জাঁহাপনা, এবে বিষম রোগ—অর্থের লোভে কেহই এ সকল রোগীর সেবা ক'রতে সন্মত হয় না—এমন কি রোগীর আত্মীয়েরা রোগীকে ফেলে অন্যত্র পালাচ্ছে। এমন অনেক রোগী পড়ে আছে, যাদের মুখে এক ফোঁটা জল দেবার লোক কেউ নাই। শুনেছি একজন স্ত্রীলোক নাকি খুব সেবা করছে, দিন রাত বাড়ি বাড়ি গিয়ে সন্ধান করে রোগীর সেবা ক'রছে।

বা। ধন্য সে রমণী ! কে সে ?

উ। সন্ধান পেয়েছি তার নাম মুন্না।

আ। মুন্না ? মুন্না নামে একজন বাইজীত ছিল ?

উ। সে-ই। সে এখন বোগিনী—হিন্দুনা তা'কে বলে বোগিনী মা,

কেউ কেউ বলে শীতলা মা । যমুনাব তীরে সে একখানি কুটীরে থাকে । কখনও কখনও সেখানেও ছ'একজন রোগীকে বেখে তাদের সেবা করে । আর মাধব মিশ্র ব'লে একজন ব্রাহ্মণ আছে, সেও নাকি রোগীদের খুব সেবা ও যত্ন করে ।

বা । শুনে বড় সুখী হ'লেম, এমন নিস্বার্থ পরোপকারীও আছে । চিকিৎসা ও সেবায় যা'তে সুবন্দোবস্ত হয় সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা কর, কোনও রকম যেন ক্রটি না হয় ।

(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

যমুনাতীর—মুন্নার কুটির

মুন্না ও একটি বসন্ত রোগাক্রান্ত-মুসলমান স্ত্রীলোক

রো । মা, আমার ছেড়ে যেও না, তুমি যতক্ষণ কাছে থাক, আমার কোনও কষ্ট থাকে না—তুমি যখন আমার ছেড়ে যাও তখন আমার যন্ত্রণা বড় বাড়ে । তাই বলছি মা আমার ছেড়ে আর যেওনা ।

মু । মা আমি ত' তোমায় ছেড়ে বেশীক্ষণ কোথায় থাকি না—এক একবার না গেলেই নয় তাই যেতে হয়—তোমার মত আরও ত ছ'একটি রোগী আছে মা—তাদের একটু সেবা না ক'রলে কি চলে, তাদের যে কেউ নাই ।

রো । আমার মত ছঃখিনী কেউ নেই মা—আমি যখন ভাল ছিলেম তখনই আমার স্বামী আমার দেখতে পারতো না, আর একজনকে

নিকে ক'লে তাবই সঙ্গে থাকতো, তাকেই যত্ন করতো। আমার এই রোগ হওয়াতে আমাকে ফেলে তা'রা দুজনেই কোথা চলে গেছে—আমি মরলেই সব জ্বালা শেষ হয়, বাঁচি যদি তা'হলে আমার দাঁড়াবার বাগগা নাই—থাবার সংস্থান নাই। তা'ব চেয়ে যা'তে আমার মরণ হয় তাই কব মা।

মু। খোদাব মর্জিঁ যা তা হ'বে, মরণ বাঁচন আমাদেব হাতে নয়। আব তুমি বাচলে কি তোমার একটা উপায় হ'বে না? নিশ্চয়ই হবে। বনের পশু পক্ষীকে যিনি আহাব যোগান, তিনিই তোমার ব্যবস্থা করবেন, সে জন্য ভেবো না।

আমীর খাঁর প্রবেশ

আ। মুন্না, একবার এদিকে এস তো—একটা কথা আছে।

মু। কেন তুমিই এদিকে এস না—এখানে ত আর কেউ নাই, একটা মাত্র বসন্ত রোগী আছে।

আ। বসন্ত রোগী? (নাকে কাপড় দিয়া) আরে কি মুন্সিল! যা' ভয় করি তাই? না না, তুমিই একটু এদিকে এস।

মু। (অগ্রসর হইয়া) এই এসেছি, কি বলবার আছে বল।

আ। মুন্না, এ আবার কি কৌশল? বাদশাকে বশ করবার জন্য এ মতলবটা করেছ ভাল। কারণ বাদশা তোমার রূপে মুগ্ধ হন নাই, এবার তোমার গুণে মুগ্ধ হ'বেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হ'তে পারে তা ভেবেছ কি?

মু। কতি কি। প্রাণটাই কি এতবড়? এতদিন তাই ভাবতেম বটে—কিন্তু এখন আর তা ভাবি না। আর বাদশাকে বশ করবার জন্তুও এ কৌশল করিনি, আমি সত্য সত্যই সব ছেড়েছি।

আ। আমাকেও ছেড়েছ?

মু। হ্যাঁ তোমাকেও।

আ। কিন্তু আমি ত তোমায় ত্যাগ কবতে পারবো না, আমি যে তোমার ভালবাসি।

মু। তুমি আমার ভাল বাস না, আমার রূপে মুগ্ধ, যখন আমার রূপ ও যৌবন যাবে, তখন তুমিও আমার ত্যাগ কববে। তা'র ভালবাস তুমি আমার অর্থ—আমার সম্পত্তি আছে—ভোগ কববার কেউ নাই। তুমি ভেবে আছে, আমি মরে গেলে তুমি আমার সম্পত্তি লাভ করবে।

আ। জি মুন্না, তুমি আমায় এতই নীচ মনে কব, আমি যে তোমায় প্রাণের চেয়ে ভালবাসি তা'কি তুমি জান না ?

মু। বেশ, তাই যদি হয় তা'ব পবিচয় দাও—সব ছেড়ে দিয়ে এস আমার এই কুঠীবে বাস কব। সে ত পরে'ব কথা আপাততঃ একটু ঐ বোগীর কাছে গিয়ে ব'সো—আমি ওই বস্তিটাতে একবার যাই, সেখানে হ'একটা বোগী আছে, তাদের একবার দেখ আসি। আর সময় নষ্ট করতে পাবিনি, তুমি একটু বোসো, আমি আধঘণ্টা পরে ফিরে আসবো।

আ। মুন্না, আমি ত আব তোমার মত পাগল হইনি যে, বসন্তরোগী'ব কাছে গিয়ে বসবো—মরতে আমার অত সাধ নেই।

মু। একদিন ত মবতে হ'বে, তবে মবণকে অত ভয় কেন ? বোসো, আমি আসছি। (গমনোচ্ছতা)

আ। আরে না না, আমি বসতে পারবো না, আমি এখন চল্লম, পরে দেখা ক'রবো।

(প্রস্থান)

মু। আর দেখা ক'রবার দরকার নাই। এবাই আবার মাহু'ব ব'লে পরিচয় দেয়।

ফকির-বেশে বাদশার প্রবেশ ।

- বা । ঐ কুটার কার ? ওখানে কে আছে ?
- ম । ফকির সাহেব, ও কুটার আমার, ওখানে আমিই থাকি—আপাততঃ একটা বসন্তরোগী আছে। ফকির সাহেব, যদি দয়া ক’রে এইখানে কিছুক্ষণ বসেন, তবে আমি ওই বস্তি থেকে একবার আসি।
- বা । কি প্রয়োজন ?
- ম । সেখানে হু’একটি রোগী আছে, তাদের একবার দেখে আসবো। আর ঠাকুরাজকে একবার ডেকে এনে এই রোগীকে দেখাব।
- বা । ঠাকুরাজ কে ?
- মু । তিনি একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তিনিই আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।
- বা । আচ্ছা যাও, আমি আছি।

(মুন্নার প্রস্থান)

কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন ! মুন্না আমার চিন্তে পারে নি, ভালই হ’য়েছে। খোদা, তোমার কি মহিমা ! তুমি কখন কা’কে কি কর তা’ কে জানে ? এই একজন হৃদয়হীনা বারবিলাসিনী, আজন্ম সুখের কোলে লালিতা—সে কিনা আজ সর্বস্ব ত্যাগ ক’রে বসন্তরোগীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছে ! তাই বলি আল্লা তোমার কি মহিমা ! তোমায় কোটা কোটা নমস্কার।

কতিপন্ন নাগরিকাগণের প্রবেশ

- না । কই বোগিনী মা কোথায় ?
- বা । তিনি রোগী দেখতে গেছেন, একটু পরে আসবেন, তোমাদের কি প্রয়োজন ?

- ১ম না। ওগো ফকির সাহেব, আমার তিন বছরের ছেলের বসন্ত হ'য়েছে, তাই যোগিনী মা'ব কাছে এসেছি, শুনেছি না কি তিনি যাকে ছুঁয়ে দিচ্ছেন, তার বোগ সেবে যাচ্ছে।
- ২য় না। আমাব স্বামীরও ঐ বোগ হ'য়েছে, সে যন্ত্রণা চক্ষে দেখা যায় না। তাই যোগিনী মায়ের কাছে এসেছি, তিনি যদি একবার দয়া ক'বে যান, তবেই আমার স্বামী বক্ষা পায়।
- ৩য় না। তাই ত তিনি কখন ফিরবেন? শিগ্গিব কি ফিরতে পারবেন? আহা! মা'ব আমাব আহাব নিদ্রা নাই, বাতদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রাত্রে একটি আলো হাতে ক'বে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ান, কি সেবা—কি যত্ন! যোগিনী মা মানবী নয়, নিশ্চর কোনও দেবী।
- ৪র্থ না। ওমা তা বুদ্ধি জ্ঞান না? যোগিনী মা যে শীতলা দেবী—যখন ঘরে ঘরে এইরোগ আবস্ত হ'ল, যবে যবে কাল উঠলো, তখন সকলে শীতলা মায়ের পূজা দিলে, যে ব্রাহ্মণ পূজা ক'রছিলেন, পূজা শেষ হ'বামাত্রই শীতলা মা তাঁর সাম্নে এসে দেখা দিলেন, ব্রাহ্মণ ভয়েই একেবারে মুর্ছা গেলেন, যখন জ্ঞান হ'ল তখন বলেন, “কে মা তুমি?” শীতলা মা বলেন, “আমায় চিন্তে পারছিস না—আমি শীতলা, আর তোদের ভয় নাই, আমি যমুনার ধারে একখানি কুটারে গিয়ে বাস ক'ববো, আর বসন্তরোগী আরাম ক'ববো।” —এই বলে চলে গেলেন, ব্রাহ্মণ মনে করলেন যে, বুদ্ধি স্বপ্ন —তাড়াতাড়ি যমুনার ধারে গিয়ে দেখলেন যে সত্যি, সত্যিই এই কুড়ে ঘরে মা শীতলা এসেছেন, সহরময় হলুদুল পড়ে গেল। কেন একথা কি তোমরা শোননি?
- ৩য় না। শুনেছি বটে, কিন্তু ঠিক ও রকমের নয়। আমি শুনেছি যে এক হিন্দু জীলোক বসন্ত রোগে মারা যায়, সে নাকি পরমাত্মকর্ষী ছিল,

তার আত্মীয় স্বজনেরা তা'কে এই যমুনার ধারে ফুল চাপাদিয়ে রেখে চলে যায়। রাত্ৰিতে নাকি শেয়ালে তাকে টেনে বা'র ক'রে খেতে যাচ্ছে, এমন সময় সতাপীর ফকির সেজে সেখানে এসে তা'কে ছুঁয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে দেন, আব বলেন যে, তোমায় বাঁচিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তোমায় রোগীর সেবা ক'রতে হ'বে তুমি রোগীর সেবা করলেই তা'রা বেঁচে উঠবে। (জনাস্তিকে) আমার বোধ হয় ঐ যে ফাঁকর রয়েছেন, উনিই সেই সতাপীর।

মাধব মিশ্রের সহিত মুন্নার প্রবেশ

নাগরিকাগণ। (পদধূলি গ্রহণান্তে ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবাব পর)

মা, আমাদের একটু রূপা ক'রতে হ'বে।

মু। তোমরা কি চাও, বাছারা?

১মা। আমাদের ঘরে একবার পায়ের ধুলো দিতে হ'বে। মা, তুমি না ছুঁয়ে দিলে রোগী বাঁচবে না।

মু। এমন কথা বলো না, আমি ছুঁয়ে দিলেই কি রোগ ভাল হয়—তুমিয়ার মালিক যিনি তিনি রোগ ভাল করেন। ভাল তোমারা এখন যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি। তোমাদের কোন পাড়া?

১মা। পশ্চিমপাড়া।

মু। আচ্ছা, এখন যাও—আমি একটু পরে যাচ্ছি।

(নাগরিকাগণের প্রস্থান)

ফকির সাহেব, আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, কিছু মনে করবেন না, এখন আপনি যেতে পারেন।

মা। মা, একি করেছ? কা'কে ফকির সাহেব বলছে? ইনি যে স্বয়ং বাদশা। জাঁহাপনা, আপনি মানুষ না দেবতা?

মু। (নতজানু হইয়া) এঁা বাদশা! জাঁহাপনা অজ্ঞানরুত অপরাধ মার্জনা করুন।

বা। মুনা, তোমাব কোনও অপরাধ হয় নাই। তুমি যে মহৎকার্যো জীবন উৎসর্গ ক'রেছ, তা'র জন্য আমি আমার প্রজার হ'য়ে তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রছি। আমি তোমার ও এই সং-
রাক্ষণের গুণের কথা সবই শুনেছিলেম--আজ স্বচক্ষে দেখে পবন সস্তুষ্ট হ'লেম, শুধু সস্তুষ্ট নয়, তোমাদের মত প্রজা আমার আছে দেখে নিজেকে ধন্য মনে করি। তোমাদের এই মহৎ কার্যো যদি কোনও রূপ সাহায্য আবশ্যক হয়, তৎক্ষণাৎ আমার জানাবে।

(প্রস্থান)

মু। বাদশা? যে বাদশাকে বশীভূত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'বেছিলেম,—যাঁকে আমার বাড়ীতে আসবার জন্য কত অনুরোধ করেছি—সেই বাদশা আজ স্বয়ং অযাচিতভাবে আমার কুটীরে? আমার প্রাণয়াকাজ্জী আমীরখাঁকে এখানে একটু বসতে বল্লেম, সে বসন্ত রোগের ভয়ে সাহস করলে না। আর বাদশা অন্যায়সে নিজের বহুমুলা জীবনকে তুচ্ছ ক'রে, আমার মত হতভাগিনীর কথায় এখানে ব'সে রইলেন! মানুষে মানুষে এত প্রভেদ! একজন পশু—একজন দেবতা! ঠাকুরজি, একবার রোগীকে দেখে একটু এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি পশ্চিমপাড়াটা একবার হ'রে আসি।

(প্রস্থান)

মা। মনে ক'রেছিলেম বাদশাকে এরূপ অযাচিতভাবে পেয়ে মা'র মন একটু বিচলিত হ'বে, পূর্ব্ব আকাজ্জা আবার প্রবল হ'বে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একটুও বিচলিত হ'ল না। সেবাত্রত গ্রহণ ক'রে

মার হৃদয় অপূর্ব পবিত্রতা ও শাস্তিতে পবিপূর্ণ হ'য়েছে, দিল্লীর বাদশা আর সেখানে স্থান পান না—এখন বাদশাব বাদশা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর সেই শূন্য সিংহাসন দখল ক'রে বসেছেন—কার মাথা সেখানে আর স্থান পায়। প্রভু, ধনা তোমার মহিমা!

(পটক্ষেপ)

তৃতীয় দৃশ্য।

(হীবাসিংএর কক্ষ)

হীরা সিং ও কুমার সিং ।

হী। এত অপমান! কুমার, তুমি রাজবংশের কলঙ্ক! গৌতম সিং বলেছে, তুমি ভীরু, মদ্যপ, রাজবংশের কলঙ্ক—তাই তোমা! সঙ্গে তারাব বিবাহ না হ'য়ে বিবাহ হচ্ছে একটা দবিদ্ধ অজ্ঞাতকুলশীল রাজপুত্রের সঙ্গে! এ অপমানের প্রতিশোধ চাই! কুমার, তোমার যদি একটুও মনুষ্যত্ব থাকে, তবে এর প্রতিশোধ নিতেই চাও—যে রকম ক'বে পাব, এর প্রতিশোধ নিতেই হবে!

কু। বেশ কথা—এ আব শক্ত কি? নির্ভয় চাঁদকে কোনও রকমে হত্যা ক'রতে পারলে প্রতিশোধকে প্রতিশোধ লওয়া হ'বে, আর তারার সঙ্গে বিবাহের তখন বাধা থাকবে না—অর্থাৎ ভবিষ্যতে অর্গলের রাজাটা আমরা হাতেই আসবে।

হী। মতলব মন্দ নয়, কিন্তু কার্যো পরিণত হ'বে কেমন ক'রে?

কু। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি তা'ব উপায় ঠিক ক'রবো।

হী। কিন্তু দেখো খুব সাবধান—যেন কেউ জানতে না পারে। জানলে তোমার আমার উভয়েবই প্রাণ বাবে। আমি এখন চল্লাম।

(প্রস্থান)

কু। আমরা ভীক, মদ্যপ, বাজবংশের কলঙ্ক বণেছে—মদ একটু আধটু খাই বটে, সেটা কেবল হজ্জমের জন্য—না খেলে যে হজ্জম হয় না। আর একটু আধটু মদ খেতে দোষই বা কি? অনেকেই তা' পায়। কিন্তু তা' বলে আমি ভীক নই—আব রাজবংশের কলঙ্ক কিসে—এমন কাস্তিকের মত চেহাৰা—মতিয়া ত এই চেহাৰা দেখেই ভুলেছে। ভাল কথা, সন্ধ্যার পবে যে মতিয়ার ওখানে মাৰাব কথা ছিল—যাঃ এবেবে ভুল হ'য়ে গেছে! আহা সে কত ভাবছে, কত কাঁদছে। বাবা কতকগুলি বাজে কথা বলে সব ভুলিয়ে দিয়ে গেলেন : তাবাকে বিবাহ ক'বতে কে চায়? তারা কি মতিয়ার চেয়ে ভাল? আহা! মতিয়ার কি চেহাৰা, কি গলা! দশটা তাবা একটা মতিয়ার সমান হ'তে পাবে না। তবে হ্যাঁ, একটা কথা আছে, তাবাকে বিবাহ ক'বতে পারলে, বাজাটা হাতে আসে।

তিন চারিজন বন্ধুর প্রবেশ

১ম ব। বেশ যা হ'ক, এখানে নিশ্চিন্ত ব'সে আছ। তাব ওখানে তোমাৰ মতিয়া তোমাৰ বিরহে আধমরা—আমোদ আফ্লাদ সব মাটি! আজ তিনজন ভাল নাচওয়ালী আনা হয়েছে, তোমাৰ জন্য অপেক্ষা ক'বে সকলেই বিরক্ত হ'য়ে গেছে, চল শিগ'গির চল।

কু। হ্যাঁ—যাচ্ছি চল—একটা বড় ভাবনাতে পড়ে গেছি, তাই মনটা বড় খারাপ রয়েছে।

১ম ব। কেন, মন খারাপের ওষুধ কি কাছে নাই? এক আধ গ্রাস খাও এখনি মনে স্ফুৰ্ত্তি পাবে। আর মন খারাপই বা কিসের জন্য?

কু। রাজকন্ডার সঙ্গে আমাৰ বিবাহের সম্ভাবনা ছিল, তা' তোমাৰা

জান। কিন্তু এখন শুনছি এক অজ্ঞাতকুলশীল গ'রব বাজপুত্বেব সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহের স্থিৰ হ'য়ে গেছে।

২য় ব। সে!ক বকম? কে সে রাজপুত?

কু। তা'ব নাম নির্ভয়চাঁদ—মুসলমানেরা যখন বাণীকে বন্দিনী করতে যায়, তখন সে একটু সাহায্য ক'রে ছিল, তাই ক্রতজ্ঞতা স্বরূপ এই বিবাহ স্থিৰ হ'য়েছে। আমি যদি সেখানে থাকতাম, আমি কি সাহায্য করতে পারতাম না? আমার কি সাহস নাই? না বীরত্ব নাই?

৩য় ব। কেন থাকবে না—আমাদেরও কি নেই—তবে তেমন সুযোগ হয় না যে—বল বিক্রম দেখাবার সুযোগ না পেলে কি কবো?

কু। সুযোগ একটা হ'য়েছে --পারবে?

৩য় ব। নিশ্চয়! কেন পারবে না? শুনিয়া কি সুযোগ।

কু। এই নির্ভয়চাঁদকে কোনও বকমে হত্যা ক'রতে হ'বে।

৩য় ব। হত্যা? সেটা কি বীরত্ব?

কু। বেশ, সেটা বীরত্ব না হয়, তা'ব সঙ্গে হৃদয় যুদ্ধ ক'বে তাকে পরাজিত কর।

৩য় ব। সে কথা মন্দ নয়! আচ্ছা এক গ্লাস দাও দেখি, বুদ্ধিটা একটু খুলে যা'ক। (মগ্ধপান)

২য় ব। শুনছি না কি সে নির্ভয়চাঁদটা বেজায় গৌরৱার—প্রাণেব মায় মমতা নাই।

কু। আমি ত' নিজেই তা'কে শাস্তি দিতে পারতাম—কিন্তু তা'হলে ত আর রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ হয় না, কারণ রাজা আমার উপর রাগ করবেন। সেই জন্ত আমি এমনভাবে কণ্টক দূর করতে চাই যে, রাজা না টের পান যে, আমি ইহার ভিতর আছি। তাই বলছি, যদি কেউ আমার হ'য়ে এই কার্য্য করে, আমি তা'কে পাঁচ হাজার—এমন কি দশ হাজার টাকা দিতে পারি।

৩য় ব। দাও আব এক গ্রাস দাও (পান), কি বললে দশ হাজার ? আচ্ছা
আব এক গ্রাস দাও (পান), হত্যায় দোষটাই বা কি ? সম্মুখ
যুদ্ধে প্রাণ নেওয়া আব গুপ্তভাবে প্রাণ নেওয়ায় প্রভেদটাই বা
কি ? প্রাণই যখন নিতে হ'বে তখন প্রকাশ্যভাবেই হ'ক আর
গুপ্তভাবেই হ'ক, একই কথা - দাও দেখি, আব এক গ্রাস ই
বুদ্ধিটা খুলছে, আমি বাজি।

কু। বেশ কথা। শুনেছি নির্ভয়চাঁদ বোজ রাতে একা দেবালয়ে যায়।

৩য় ব। আজ তা'কে যমালয়ে পাঠাব। (আব এক গ্রাস পান।)

কু। বেশ, আমরা তবে এখন মহিলাব ওখানে যাই সব হান্সিল ক'বে
সেই খানে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো, যেন অল্পথা না হয়।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

শগ।

কুমারের তৃতীয় বন্ধু

৩য় ব। এই খানটা বেশ অন্ধকাব আছে, এই খানে একটু অপেক্ষা করা
যাক। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরচে, পাও ঠিক থাকচে না,
মাত্রাটা একটু বেশী হ'য়ে গেছে। তা' একটু মদ না পেটে
পড়লে এ সব কায হয় না। প্রাণটা এক এক বার কেমন ক'রে
উঠছে। আজ তা'র শেষ দিন, না আমার শেষ দিন ? যদি আমার
শেষ দিন হয়, তবে কেন এ কাযে হাত দিলেম ! যদি মরে যাই -
যাই যাব, আমার আর কে আছে। আর যদি তা'কে শেষ ক'রতে

পারি, তবে দশ হাজার টাকা ! আচ্ছা যদি টাকাটা না দেয় ? না দেয়, নির্ভয়চাঁদকে যেখানে পাঠাচ্ছি, কুমার সিংকেও সেই খানে পাঠাব —তার পব মতিয়ার টাকাটা হাত ক'রবো। শুধু মতিয়ার টাকা কেন, মতিয়ারকেও। ওই একজন এদিকে আসছে না, একটু লুকোই।

নির্ভয়চাঁদের প্রবেশ

নি। নীলব রজনীতে ভগবানের মন্দিরে গিয়ে একটু ধ্যান করলে। মনে অপূৰ্ণ আনন্দ হয়, তাই প্রত্যহ সেথায় যাই। ভগবানের রূপায় আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, আব দুই দিন পরে তালা আমাব হ'বে।

(হঠাৎ তৃতীয় বন্ধু কর্তৃক আক্রমণ এবং অগ্র দিক

হইতে অর্গলবাজ ও অগ্র একজনের প্রবেশ,

অর্গলবাজ কর্তৃক আক্রমণ-

কারীকে দমন)

নি। এ কি ? আমি ত' কিছই বুঝতে পাবছি না।

রা। বৎস, ভগবানের রূপায় তুমি খুব রক্ষা পেয়েছ। চল ভগবানের মন্দিরে গিয়ে পূজা দিই গে। এই নবাবম আমাব আত্মীয় হীরা সিংএর পুত্র কুমাব সিংএর কথায় পুৰস্কারের লোভে তোমায় হত্যা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। সৌভাগ্য বশতঃ এই লোকটি আমায় ষথাসময়ে সংবাদ না দিলে এতরূপে তোমায় হারাতেম।

ওস্ত। কে বন্ধু লাল সিং ? তুমিই বিশ্বাসঘাতকতা ক'বে একথা প্রকাশ করে দিবেছ ?

লাল সিং। বিশ্বাসঘাতকতা কিসে ? তুমি পুৰস্কারের লোভে একটা নিরীহ লোককে হত্যা করতে অগ্রসর হ'লে, আমি না হয় পুৰস্কারের লোভেই বল—আর যাই বল, তা'র প্রাণরক্ষা করতে প্রবৃত্ত হ'লেম।

এতে বিশ্বাসঘাতকতা হ'ল কিসে? পাপকার্যে সহায়তা করা পাপ, সাহায্য না করা কর্তব্যাপালন—আমি কর্তব্যাপালন ক'বেছি— বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই।

বা। আচ্ছা সে বিচার আমি ক'র্ব্বো। নবান্ন, হোব প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত। কিন্তু প্রাণদণ্ডের পবিত্রত্রে তাকে সাত বৎসর কাবা-বাস ভোগ করতে হ'বে। আব যাদের কথায় তুই এই পাপ কার্যে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলি, সেই হীবা সিং ও তাব পুত্র কুমাৰ সিংহকে চ'ব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অর্গলি শাগ কবতে হ'বে। (সঙ্কেতধ্বনি ও চাবিজন প্রহরীর প্রবেশ) যাও, একে নিয়ে যাও, কাৰাগারে নিক্ষেপ কব। (তথা কবণ) গাল সিং, তুমি যে আমার উপকার কবেছ; তাব জন্ম তোমায় এমন একটি জায়গীব দিব, যা'তে তোমাব সাত পুরুষ স্নেহে সচ্ছন্দে কালযাপন করতে পাবে।

লা। মহারাজেব জয় হ'ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

জনকয়েক নাগরিকের প্রবেশ।

১ম না। ওরে ভাই, আর ত চলে না, ক'দিন প্রতাহ বাজরাড়িতে যে রকম ভোজের ব্যবস্থা চলছে, বুঝি না পৈতৃক প্রাণটা লুটি মণ্ডার গুঁতোয় বেরিয়ে যায়। পেটটা দম্ দম্ হ'য়ে বয়েছে।

২য় না। আরে ছোঃ—তুই কিছু না। পৈতৃক প্রাণটার জন্ম এত ভাবনা—কি জানি কালিদাস না বেদবাস কে একজন মন্ত পণ্ডিত ব'লে গেছেন যে, পরান অর্থাৎ ফলাবের নিমজ্জন ছল'ভ, রোজ যোটে না, কালে ভদ্রে যোটে, অতএব নিমজ্জন বা ফলার পেলে প্রাণের

মমতা ছেড়ে থাকবে, কাবণ শরীর ত জন্ম জন্ম রয়েছে, কিন্তু সংসাবে ফলাব চল'ভ—দাদা, ফলার চল'ভ—ফলাব পেলে প্রাণেব মায়ী ক'রতে নাই।

৩য় না। আবে তোদের মত বোকা ত দেখি নি, লুচি মগুা খেয়ে মবতে কাউকেও শুনেছিন্স ? সকলেই ত সাগুদানা বা ছুধ বা কটু-তিক্ত ঔষধের বড়ি খেয়ে মরে ; মগুা খেয়ে ত কই বাবা কাকেও এপর্যন্ত মরতে শুনিনি।

৪র্থ না। তবে বলি শোন, আমার আয়ুর্বেদশাস্ত্র কিছু কিছু জানা আছে, এক কবিবাজের বাড়ী হু'াস তামাক সেজেছি, অনেক জিনিষ শিখেছি, চাই কি চিকিচ্ছে ক'রতে বললে এখন ছা'টাকা বোজ্জগার করতে পারি। নিদেনে বলেছে, যত কিছু খাও না কেন, শেষে পুন খানিকটা দই খেলে সব হজম। দই কি আর আজ কাল সে বকম হয়—আমরা মহাবাজের বাপেব আমলে যে দই খেয়েছি, সে কথা শুনেগে তোরা গল্প মনে করবি!

১ম না। সে কি বকম দাদা ? শুনেছি নাকি চেঙারিতে পাতা এক বকম দই হয়। সে নাকি এত বাসে যে, ছুরি দিয়ে কেটে কেটে তবে লোকের পাতে দিতে হয়।

৪র্থ না। তোদের দৌড় ঐ চেঙারি ও ছুরি পর্যন্ত, তার বেশী কিছু দেখিচিন্স না শুনেচিন্স ?

১ম না। না দাদা, তার বেশী আর কিছু জানি না, তুমি যদি জান ত বল।

৪র্থ না। তবে শোন। মহারাজের বাপের আমলে একদিন আমাদের নেমতগ্ন হয়। অনেক বকম খাওয়া দাওয়া হ'ল—শেষে দই! সে দই চাঙ্গারিতে পাতা নয় ? ঝাঁকা দেখেচিস ?

১ম না। হ্যাঁ ঝাঁকা দেখবো না কেন ?

৪র্থ না। না দাদা, দেখলে হ'বে না—চিন্তে হ'বে। বড় বড় ঝাঁকা

যা'তে বড় বড় জালা নিয়ে যায়, কলসী মা'লা যা'ব ভেতর দিয়ে
গলে পড়ে—সেই ঝাঁকায় দই পাতা বিনা আচ্ছাদন !

সকলে । তাই নাকি ? তা'বপর ?

৪র্থ না । বাজা বলেন, “দা নিয়ে এস ।” হুঁন, দা ছ'খানা—দই কাটতে দা
ছ'খানা—গুনেছিস্ কখনও ?

সকলে । না, তা'বপর ?

৪র্থ না ! তা'বপর বাজা বলেন “কুড়ুল ।” কুড়ুল আনা হ'ল, যে সে কুড়ুল
নয়—যা'তে বড় বড় কাঠ চালা কবে । চং—ধাব বাজ্যে নাই,
দই এত জমেছে যে কুড়ুলেব কোপ বস্লে না । তখন রাজা
বলেন “কবাত ” কবাত দেখেচিস ?

১ম না । হ্যা, করাত আব দেখিনি ?

৪র্থ না । না না দেখলে হ'বে না, চিন্তে হ'বে—উপরে একজন নীচে
ছ'জন ধবে বড় বড় শাল বা সেঙণেব গুড়ি মাচার ওপর রেখে
যে করাত দিয়ে চেবে—সেই করাত । কবাত ত এল, দই উঠলেন
মাচার, করাত চলতে লাগল, আর সেই দইএর খুরো আনাদের
সকলের পাতে দিয়ে যেতে লাগলো—অমন দই আর কখন
খেলুম্ না ।

১ম না । দাদা, তুমি ভাগাবান বটে, আজকাল আব এমন দই হয় না ।

৪র্থ না । আবে এখন কি আর খেয়ে সুখ আছে, না খাইয়ে সুখ আছে,
তখন রসগোল্লা হ'ত একএকটা বড় কুমড়ার মত, এখন হয় একটা
সুপুরির মত, আরও দিন কতক পরে হবে সর্ষের মত । এখনকার
সন্দেশ হ'য়েছে বাতাসার মত । এখন কি খাবার আছে, না খাইয়ে
আছে ? আমরাই ত দশ বিশ সের লুচি খেতে দেখেছি, তোরা
দশখানা খেতে পারিসনে । এরপর যে কি হ'বে তাই ভাবি । চল্

আর দেরি ক'রে কাষ নাই, আগ্র বাজকন্যাব বিষে, আজ এমন
থাবি, যেন সাত দিন আব কিছু পেতে না হয়।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

বাসবধব ।

সিংহাসনে নির্ভয়চাদ ও তারা ।

সখীগণের গীত ।

মনের মতন পেয়ে বতন সোহাগেতে হাস্ছে ছ'জন
প্রাণের কথা নীরব ভাষায় কইছে হের সলাজ-নয়ন ।
আবেশে বিভোর হ'য়ে, প্রাণে প্রাণে মিশে গিয়ে,
আপনারে বিলিয়ে দিয়ে, পরকে এখন ক'রলে আপন ।

- ১ম স । এতদিন পরে সখি হ'লে তুমি পর
২য় স । প্রাণসম প্রিয়তম পেয়ে প্রাণেশ্বর ॥
৩য় । আর কি মোদের সখি থাকিবে গো মনে ?
১ম স । ফুলে বা'বে আমাদের পেয়ে প্রাণধনে ।
তা । বাল্য সহচরী যারা, তাদের কেমনে,
ফুলিব বল না সখি, প্রথম যৌবনে ?
৩য় স । সখা শুব প্রিয় এবে সখিদের চেয়ে

২য় স। সব ভুলে যাবে সখি, প্রাণসখা পেয়ে ॥

১ম স। আপনাবে ভুলে যাবে মোরা কোন ছাব ?

২য় স। কবিবে সমস্ত হৃদি বঁধু অধিকার !

৩য় স। কোথা হ'তে এল সখি অজ্ঞান এ চোব ?

১ম স। হ'বিল মোদের নিধি বাধ, প্রেম ডোর ।

নি। প্রমাণ যে হ'বে চোব, দাও শাস্তি তাবে,
কে চোর প্রমাণ আগে, হউক বিচাবে ।

আমাবে আনিয়ে যবে অচেতন যবে,
যে হরিল মোব প্রাণ তা'ব কি গো হ'বে ?

তাবে না বলিয়ে চোর, মোবে বল চোর ?

এ যে গো জুলুম বড় অবিচার ধোর !

১ম স। পবাণ পাইলে তুমি সেবায় যাহার

হবিলে নিঠুব হ'য়ে তুমি প্রাণ তাব ?

মোদের বিচার হ'ল যোব অবিচার ?

নারীর বিচার-বলে চলিছে সংসার !

২য় স। অত কথা কেন সখি, দে'না কাণ নলে ?

(হেথুক) কোমল পরশে কাণ জলে কিনা জলে ।

৩য় স। না না ভাই, ভয় হয়, বর যে লো বীর—

২য় স। শত শত বীর বাধা আঁচলে নারীর ।

নি। নারীর কটাক্ষবাণে বীর মানে হার,

দেবতা নারীকে ডরে, নর কোন ছার !

শতবার মানি হার তোমাদের কাছে

নারীসম কোন নিধি ধরাতলে আছে ?

রোগ, শোক, চিন্তা দুখে, যে চিরসঙ্গিনী

প্রেমময়ী, মেহময়ী দেবী স্বরূপিণী !

(সাংখ্যগণেশের গীত)

ভালবাস যদি সখা, দাসী হ'য়ে রব পায়
 সোহাগে যতনে সদা তুষিব বঁধু তোমায় ।
 আসিতে দিব না ছুখ, মুছাব মলিন মুখ
 হাদিমুখে স্মুখে ছুখে সেবিব তোমাব ।

ষবনিক। ।

